লয়লা-মজ্‌নু।

করুণরসাত্মিকা গীতি-নাটিকা।

(A TRAGIC OPERA.)

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)

৺রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে"
শ্রীবাবুরাম চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৩।

মূল্য।০ চারি আনা।

নাট্যোক্ত ব্যক্তি।

পুরুষ।

কায়েস্ (মজ্নু) ... ... আরবদেশের বাদশার পুত্র

কাসেম্ ... ... আরবদেশের সদাগর।

ইব্রিসাম্ ... ... জেদ্দানিবাসী ওমরা।

আব্দুল্লা ... ... কায়েসের ভৃত্য।

এতদ্ব্যতীত ঘাতক, কাফ্রিসং-সম্প্রদায় ইত্যাদি।

স্ত্রী

জোবেদী ... ... কাসেমের স্ত্রী।

লয়লা (লয়লী) ... ... কাসেমের কন্যা।

মোতিয়া .... লয়লার সখীগণ

সাফী .... ঐ

আমিনা .... ঐ

দেল্জান্ ... ... ঐ

জহরা ... . ঘটকিনী।

মুন্না ... ... কাসেমের বাটীর বাঁদী

হুরীগণ অর্থাৎ পরীগণ।

লয়লা-মজনু।

করুণরসাত্মিকা গীতিনাটিকা

[A TRAGIC OPERA]

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আরব-রাজধানী—পাঠাগারসংলগ্ন উদ্যান।

মোতিয়া, সাকী, আমিনা, দেল্‌জান ইত্যাদি সখীগণ।

সাকী। ওলো সই, লয়লা কই ?

মোতিয়া। পড়ার ঘরে পড়্‌চে বই।

আমিনা। ছুটী হয়ে গেছে কখন্, এখনো বয়েতে মন।

দেল্‌জান্। রাত দিন বয়ে মুখে ভাল্ লাগে না, বোন্!

সাকী। বয়ের সঙ্গে মুখোমুখি, তোরা যেমন নেকী!

নতুন খেলা, নতুন পড়া,

ব'সে কোথা গেঁথে জোড়া,

চল্ সকলে চক্ষু চেয়ে দেখি।

মোতিয়া। এ রঙ্গে কার সঙ্গে ?

সাকী। জান না ?—এখনো বোঝো না ?

কায়েস্—কায়েস্—কায়েস্।

সকলে। বেশ—বেশ—বেশ !

বাদশার ছেলে—বড় সরেস্—বড় সরেস্ !

(গীত)

লয়লা কি খেলা খেলে, এ যে নতুন খেলা।
নাইকো ছেলে-খেলা, এখন্ প্রেমে এলা ॥
উঠ্লো, সই, যৌবন ফুটি,
ভাল লাগে কি ছুটোছুটি,
নিরিবিলি ব'সে দু'টি,
ধ'রে দু'টির গলা ;—
পাঠশালের পাঠ সাঙ্গ হ'ল, দেখ্সে প্রেমের মেলা ॥

[সকলের প্রস্থান

কায়েস্ (মজ্নু) ও লয়লার প্রবেশ।

কায়েস্।—লয়লা !

একটি একটি ক'রে তোড়ার ফুলের মত
গায়ে গায়ে জেগে আছে শৈশবের খেলা।
এই সেই পাঠাগার, দু'জনে প'ড়েছি হেথা,
দু'জনে শিখেছি কথা সেই ছেলে বেলা।
তোমার কতই লেখা— সরলতা-সুধামাখা,—
সুখের স্বপনসম আজো জাগে মনে।

চ'লে গেছে ছেলেবেলা, সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-খেলা,
নবভাবে ভালবাসা বয়সের সনে।
মজেছি ও রূপ-রাগে, তাই আশা মনে জাগে,
বিবাহ করিতে তোরে, ভুবন-সুন্দরি!

লয়লা। বাদশার ছেলে তুমি, বণিকের কন্যা আমি,
সম্মত তোমার পিতা হবে কি না, ডরি।

কায়েস্। পিতারে বুঝায়ে কব, অবশ্য তোমার হব,
যদিই কপাল ভাঙে, তা হলে নিশ্চয়
অন্য কোন কামিনীরে না করিব পরিণয়।

লয়লা। মোরো ওই পণ—আমি তোমা ছাড়া নয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না। দেখ একবার রঙ্গখানা,
এই জন্যেই কি আনাগোনা?
গাছের আড়ে, বাঁকা ঘাড়ে, কান পেতে
সব শুনেছি, সব বুঝেছি, মাথা খেতে।
এই তো আমি চাই,
আর কেন? যাই।—
বলি গে, ও গিন্নি, দাও সিন্নি পীরের কাছে;
তোমার লয়লা মেয়ে
কেতাব নিয়ে, চেয়ে চেয়ে,
খোঁপার ফুল গুঁজে,
বের ক'নে সেজে,
ঘুরছে বরের পাছে পাছে।

যেমন ছুঁড়ী, তেম্নি ছোঁড়া,
ও মা! এর নাম কি লেখাপড়া,
(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া)—ঐ দেখ—
ছোঁড়াটার হাত ধ'রে,
লয়লী ছুঁড়ী লিলি করে।
এমন লেখাপড়ার মুখে আগুন,
রোসো, বার কচ্চি আজ গুণাগুণ।
আমি কি তেম্নি বাঁদী? খাঁটি চাঁদী।
বাদশার ছেলেটা দেখ্‌তে বেস্‌,
আগাপাস্তলা রূপের রেস্‌,
বেস্‌ কেশ, বেস্‌ বেশ,
তাই তো ছুঁড়ী ম'জে,
ওর রূপ-কাজল চোখে গুঁজে,
বাঁ হাতে কেতাবখানি,
ডান হাতে ছোঁড়ার বাঁ হাতখানি ধোরে,
কেবল ঘুরঘুর কোরে ঘোরে।
ঐ রূপটোই লয়লীরো কাল—আমারো কাল,
ঐ রূপটোই আমার বিষের রঙ্মশাল!
ও অপরূপ রূপ আমারো নয়, লয়লীরো নয়,
ওদের ও আশ্নাই আমার কি আর প্রাণে সয়?
গিন্নীর কাছে আগেই নেড়েছি কল,
লোকে বলে বলুক খল্‌,
আজ বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদ!
এই আমার জেদ্‌, তবে ঘুচ্‌বে মনের খেদ।

ঐ না আবার আস্‌চে ?
মুখোমুখি ক'রে হাঁস্‌চে ?
আ-রে আমার পিরীত! কিঁ ভাঁলঁই বাঁস্‌চেঁ!

(বৃক্ষান্তরালে গুপ্ত হওন)

কায়েস্ ও লয়লার পুনঃপ্রবেশ।

কায়েস্। লয়লা! লয়লা!

আমার গোলাপ নাও, তোমার গোলাপ দাও,
ওটিরে দেখিব আমি, এটিরে দেখিও তুমি।

(গোলাপফুলবিনিময়)

মুন্না। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগতঃ) বা মামু! বা মামী!

লয়লা। কায়েস্! মজ্নু! প্রিয়তম!

গোলাপ শুখায়ে যাবে, যেটি নাহি শুখাইবে
সেইটি আমারে দাও।

কায়েস্। কি, প্রিয়ে, কি চাও?

লয়লা। তোমার মুখের রূপ!

হাত বুলাইয়ে, লইব তুলিয়ে,
রূপ—রূপ—অপরূপ।

(কায়েসের মুখমণ্ডলে হস্তাবমর্ষণ)

মুন্না। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত)

ওলো ছুঁড়ি, আল্‌গোছা আল্‌গোছা,
গোঁফ ভারি কাঁচা, ভারি কাঁচা।
দেখিস্, যেন কালি লাগে না হাতে;
পিরীত চোটে যাবে তাতে।

কায়েস্। লয়লা! প্রিয়তমে!

তোমার নয়ন দুটি, যেন সুধা সরে ফুটি
রয়েছে লো নীল-ইন্দীবর ;
চোখ দিয়ে ওই চোখে, প্রেম দিয়ে রাখি ঢেকে,
আশাভরা বুকের ভিতর।

(স্বীয় বক্ষঃস্থলে লয়লার মুখমণ্ডলরক্ষা)

মুন্না। (বৃক্ষান্তরাল হইতে স্বগত) ওরে ছোঁড়া,
ও চোখ নয়, চোখা বাণ,
ফুট্‌বে বুকে, টুট্‌বে প্রাণ।
দূর হোক্, আর সয় না,
চাপা কথা ছাপা রয় না।

কায়েস্। (দ্বৈত-গীত)

মম মন নয়ন, তোরে অনুখন,
চাহে রাখিতে কাছে।
কি যে মোহন ছবি, তুই রে লয়লা,
তুয়া সম কে আর আছে ?

লয়লা। তব অপরূপ রূপে, লয়লী পাগলী,
তুয়া বিনু কিছু নাহি চায়।
চাঁদ-বিনিন্দিত, তুয়া হাসিমাখা মুখ,
অচল লোচন মোরি ধায়।

কায়েস্। তব রূপ-জ্যোতিমে, মজ্নু রে লয়লা,
তেঁই সে 'মজ্নু' নাম মোর।
তুয়া বিনু দুনিয়া, ঘোর আঁধিয়ারা,
মজ্নু-রোশ্‌নি রূপ তোর।

লয়লা। রবি-ছবি-রূপ লেই, চন্দ্রমা দীপত,
তুয়া রূপ—রূপ হামারি।

কায়েস্। রূপ গুণ দুহুঁ তোহে, মজ্‌নু তোহারি,
লয়লা। নেহি নেহি, লয়লী তোহারি।
কায়েস্। মজ্‌নু তোহারি।
লয়লা। লয়লী তোহারি।

দূরে মুন্নার প্রবেশ।

কায়েস্। (চমকিয়া) কে ওখানে?
মুন্না। (নিকটে আসিয়া) আমি মুন্না।
লয়লা। শাজাদা, তোমার বুকের গোলাপ-কাঁটাটা ভাগ্যে দাঁত
দে বার কল্লুম, নৈলে কিছুতেই বেরুতো না।
মুন্না। (স্বগত) লুকুনো পিরীতে দু গুণো ফিকির!
কায়েস্। মুন্না, তুমি আছ কেমন?
মুন্না। শাজাদা রেখেছেন যেমন।
তা যাক্, এখন্ নিবেদন করি একটা কথা,
আজ থেকে এঁর রৈল ঢাকা কেতাবের পাতা।
কায়েস্। বুঝিতে না পারি তব ভাব।
মুন্না। (স্বগত) ন্যাকা আর কি!
এই বয়সে এত পিরীত বোঝেন্,
কেবল—"বুঝিতে না পারি তব ভাব।"
(প্রকাশে) শুনুন তবে—ব'লে দেছেন গিন্নী মা,
তাঁর কন্যের আর লেখাপড়া শেখা হবে না।
আর এই পাঠশালে
এ জন্মে কোন কালে,
ইনি এসে, সপে ব'সে,
ব'ল্‌বেন না আলেফ্ বে পে তে সে।

কায়েস্‌। সে কি, মুন্না,
এখনো অনেক বাকি লয়লার বিদ্যা।

মুন্না। গিন্নী মা ব'লে দেছেন এই অবধি হদ্দা।
ওগো বেলা হ'ল, ঘরে চল।

লয়লা। (সবিষাদে স্বগত)
আচম্বিতে বজ্রপাত শিরে ;
সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার।
কেমনে যাইব গৃহে ফিরে ?
চারি ধারে গভীর আঁধার।

মুন্না। ভাব্‌চো কেন ? আমার হাতে কেতাব দাও,
ধীরে ধীরে পা বাড়াও।

লয়লা। (স্বগত) কুমারী রমণী আমি, না সরে বচন,
লজ্জা ভয় একসঙ্গে করে উৎপীড়ন।
নির্দ্দয়া হইয়ে মাতা সাধিলেন বাদ,
মনেই লুকাল সাধ !—দারুণ বিষাদ ;
মুন্না বাঁদী সম্মুখে আমার,
চাহিতে না পারি ওঁর পানে।
হতাশে উথলে অশ্রুধার,
যন্ত্রণা-বৃশ্চিক দংশে প্রাণে।
যা হবে তা হবে, এবে কৌশল করিয়া,
মুখখানি দেখে যাব আশা মিটাইয়া।

মুন্না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন, আর ?
বুঝি পাঠশালের মায়া কাটানো ভার ?

কেন ? কিসের মনস্তাপ ?
ঘরে ব'সে দিন দু'বেলা প'ড়ো কাফ্ কাফ্।

লয়লা। (গমনসময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক মুক্তামালা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া)
মুন্না মুন্না, ছিঁড়িল মোতির মালা।

মুন্না। (শশব্যস্তে) আঃ, কি জ্বালা!
চাদ্দিকে যেন ফুট্‌কড়াই।
কোন্‌টা কুড়ুই, কোন্‌টা মাড়াই।
(নিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলি সঞ্চয়করণ)

লয়লা। (স্বগত) প্রিয়তম! প্রিয়তম!
এই বুঝি শেষ দেখা মোর!
(পুনঃপুনঃ সন্তর্পণে কায়েসের মুখপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ)

কায়েস্। (বিষাদে স্বগত)
যা ভাবিনি, তাই হ'ল; যা ভাবিনু, ফুরাল সে আশা;
নীরবে আমার পানে লয়লা জানায় ভালবাসা।
লয়লার গলার মুকুতা ভূমিতলে গড়াগড়ি খায়;
লয়লার আঁখির মুকুতা বুক বেয়ে গড়াইয়ে যায়।
ওহো, আর না; আর যে চক্ষে দেখিতে না পারি;
বিধাতা হে, দেখ দেখ, চারি চক্ষে বিষাদের বারি।
(অশ্রুমুঞ্চন করিয়া অধোমুখে চিন্তা)

লয়লা। (বিষাদে স্বগত) অভাগিনী লয়লা রে,
প্রাণের চন্দ্রমা তোর রাহুর গরাসে;
অভাগী চকোরী তুই মরিলি পিয়াসে।
(আচম্বিতে লয়লার অশ্রুবিন্দু মুন্নার অঙ্গে পতন)

মুন্না। (বিস্মিত হইয়া) অ্যাঁ, কি প'ড়্‌লো আমার গায়!

জল ? কিসের জল ?
(লয়লার মুখের দিকে দেখিয়া) ও মা,
চোখের জলে বুক ভেসে যায়।
তোমার তো আর পর নয় মুন্না,
বল বল, কেন হেন কান্না ?

লয়লা। (নীরব)

কায়েস্। মুন্না !
ছিঁড়ে গেছে মুক্তামালা, ভয় পেয়ে তাই বালা
করিতেছে নীরবে রোদন।

মুন্না। আচ্ছা, শাজাদা, তাই যেন কল্লুম বিশ্বাস,
কিন্তু আপনার চক্ষে কেন ছেরাবণ মাস ?

কায়েস্। আমার সমক্ষে কেহ করিলে রোদন,
আমারো নয়নে বহে উষ্ণ প্রস্রবণ।

মুন্না। (স্বগত) উন্নি স্থায়না, মুন্নি হাবা,
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে খাবি খাও থাবা থাবা।
(প্রকাশে) শাজাদা,
কেউ কাঁদ্‌লে আপ্‌নার পাশে,
আপ্‌নার চোখে জল আসে।
কেন তবে আর কষ্ট দি ?
ঘরে চল শেঠের ঝি।

লয়লা। শাজাদা ! আসি তবে।

মুন্না। আঃ, বেলা হ'ল, চল না গা।

[বিমর্ষচিত্তে লয়লার প্রস্থান।

শাজাদা, মেহেরবানি ক'রে কসুর মাপ ক'র্‌বেন। (স্বগত)

উঃ, ছোঁড়ার কি চেহারা, রূপের ফোহারা, আমি দিশেহারা! এ যেমন শাজাদা, আমিও যদি হতুম তেম্নি শাজাদী,—উঃ, তা, হ'লে কি আর গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদি? না, হই এর প্রেমের বাদী? আমি যে বাঁদী! যখন আমার আশার বুকে কাঁটা, তখন এদেরো প্রেমসাগরে ভাঁটা! (প্রকাশে) বন্দেগি, শাজাদা!

[প্রস্থান।

কায়েস্। (গীত)

আমার সাধের সাধে কে রে সাধিল বাদ।
প্রমোদে বিষাদ ঘোর, ঘটিল রে পরমাদ॥
বিজলী গেল রে ছেড়ে,
জলদ রহিল প'ড়ে,
হতাশ-হৃদয়ে যুড়ে বিষম বিষাদ॥
ওই ওই ওই যায়,
ফিরিয়ে হেরিতে চায়,
লাজ বাদী হয়ে তায়, করে গো মানা;—
যাই যাই, আড়ে থাকি,
দেখা দিয়ে, মুখ দেখি,
নিগে ওর বুক থেকে দুখ অবসাদ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আরব-রাজধানী—কাসেমের বাটীস্থ একটি কক্ষ

জোবেদী ও জহরার প্রবেশ।

জহরা। বাছা, তোমরা বোঝো অথচ বোঝো না।
আরব ভারি গরম দেশ, ছেলে বেলাই সাদি বেশ,
দেখ্‌চো না মা, দেখ্‌চো না ?—
এই আজ যে মেয়ে মায়ের ছা,
কাল সে মেয়ে মেয়ের মা।

মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না। 'সত্যি সত্যি সত্যি, মিছে নয় এক রত্তি,
আজকে মোর পিত্তি—যাক্,—সে কথা থাক্।
এখন ঘটকবিবি কি বল ? কোথাও যোগাড় টোগাড় হ'ল ?

জহরা। আহা, বর বোলে বর, দেখ্‌লে লাগে তাক্।

মুন্না। অ্যাঁ, কও কি! এমন ঘটকালি!

জহরা। মিথ্যে কয় কোন্ শালী।

মুন্না। (জোবেদীর প্রতি) তুমি মা সব শুনেচ ? কি নাম ?

জোবেদী। ইব্নিস্লাম, বড় ওম্‌রা, জেদ্দায় ধাম।

মুন্না। খোদা, জল্‌দি পূরাও মনস্কাম।

জোবেদী। লয়লা কোথা ?

মুন্না। সইদের সাথে ক'চ্চে কথা।

জোবেদী। তোর কাপড়-খুঁটে কি ?

মুন্না। মোতির হার ছিঁড়েচে তোমার ঝি।

আর কিছু ব'ল না, প'ড়্তে যাওয়া বন্ধ,
আমি হার গেঁথে দেবো, কাজনি ও সব নাম গন্ধ।
জোবেদী। এস যাই, ঘটকিনী, স্বামীর নিকটে।

[জোবেদীর প্রস্থান।

মুন্না। বটে বটে বটে ; যাও ছুটে,
যায় আস্‌চে যাহায় সাদি ঘটে,
ঘটকবিবি, তাই কর চোটাপটে।
আচ্ছা, বরের বাপ-মা আছে ?
জহরা। ম'রে গেছে।
বর এখন একলাই সব,
সীমে নেই এত বৈভব।
মুন্না। হুঁ ! খুব ভাল, খুব ভাল।
আচ্ছা দেখ্‌তে কেমন, সাদা না কাল ?
জহরা। যখন ক'চ্চি ঘটকালি,
মিছে কথা চোক্ষের বালি।
ঠিক্ বলি,—দেক্তে কাল,
কিন্তু রঙ খুব চটকাল।
মুন্না। (স্বগত) ও চট্‌কালই হোক্ আর পট্‌কালই হোক্
যখন কাল,
তখন মোর পক্ষেই ভাল।
আমি তো ঐ চাই,
লয়লার কপালে প'ড়ুক ছাই।
উনি সওদাগরের ঝি।
আর আমি বাঁদী।

কায়েস্ শাজাদা,
খুব ফর্সা শাদা,
তার সঙ্গে লয়লার সাদি ;
আমার সয় না প্রাণে—আমি বাঁদী।
হলেই বা বাঁদী,
আমি কি বুড়ী থুথুড়ী ?
না বদরঙের ঝুড়ী ?
আমার সাঁচা রূপ—কাঁচা বয়েস,
তবে লয়লার কেন হবে কায়েস্ ?
হওয়াচ্চি—দাঁড়াও,
ফাঁদ পেতেছি—পা বাড়াও।

জহরা। চুপ ক'রে ভাব্‌চো কি ?

মুন্না। ইচ্ছে হয়, আজি তোমায় বক্‌সিস্‌টে পাইয়ে দি।

জহরা। মুন্না দিদি, থাক্তে তুমি, পূর্‌বে মনস্কাম।

মুন্না। খুব খুব, হুঁ হুঁ, আচ্ছা বর ইব্‌নি-ইস্‌লাম।

জহরা। ডেকে গেলেন গিন্নী মা ;
চল, দু'জনেই কেন যাই না ?

মুন্না। বেশ বেশ।

[উভয়ের প্রস্থান।

লয়লার সহিত মোতিয়া, সাকী, আমিনা, দেল্‌জান্ ও অন্যান্য সখীগণের প্রবেশ।

লয়লা। (গীত)

প্রাণের গোপন-কথা বলিব লো গোপনে।
এস, প্রিয় সখীগণ, এস মোর ভবনে॥

অরি ঘুরে পায় পায়, তাই, সই, ভয় পায়,
কি জানি কি ঘটে দায়, বলিব না এখানে ॥

মোতিয়া। (কথায়) চল তবে, বিধুমুখি, মৃদুমন্দ গমনে।

লয়লা। পা যে চলে না, সই, আমি যেন আমি নই,

মোতিয়া। কাঁদে হাত দাও, সই, নিয়ে যাই যতনে ॥

সখীগণ। (তৌর্য্য গীত)

হাসিভরা মুখে, ফুল্ল নলিনী,
গিয়েছিল হেসে দুলে।
মনমরা মুখে, ম্লান নলিনী,
ভেসে এল আঁখিজলে ॥

মোতিয়া। কেন লো, সজনি, এমন বেশ ?

দেল্। কেন লো, এলায়ে পড়িল কেশ ?

সাকী। কেন লো, নাই তোর হাসির লেশ ?

আমিনা। বল না, সখি, বল না খুলে ?

সকলে। হেম-প্রতিমা, কেন কালিমা,
কে রে কাঁদায়ে দিলে ?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আরব-রাজধানী—কাসেমের বাটীসম্মুখ।

সময়—সন্ধ্যা।

ফকিরবেশে কায়েসের প্রবেশ।

কায়েস্। (গীত)

মওলা প্রেম কি অওতারা।

সারে দুনিয়া মে, প্রেম কি লীলন রে,

হাম্ তুম্ প্রেম্ কি ক্ষুয়ারা॥

প্রেম কি লিয়ে, সব কোই জীয়ে,

কোই কোই রোয়ে, হোই বাউরা॥

গান শুনিতে শুনিতে উপরের বাতায়নসমীপে লয়লার আগমন।

লয়লা। (স্বগত) এ ফকির কে? কে? আমার কায়েস্!

"কোই কোই রোয়ে, হোই বাউরা"

হায়, আমার কারণ এই ফকিরের বেশ!

(সবিষাদে প্রকাশে) কায়েস্! প্রাণেশ্বর!

অবশেষ এই বেশ করেছ ধারণ?

কায়েস্। প্রাণেশ্বরি!

এই বেশ বেস্ বেশ তোমার কারণ।

আর তো যাবে না তুমি, কেমনে হেরিব আমি,

ও চাঁদ-বদন?

এই বেশে রোজ এসে, যন্ত্রণার দিনশেষে,
দাঁড়াব ভিক্ষার ছলে, দিও দরশন।

লয়লা। ফকির সেজেছ তুমি, বড় ভালবাসি, আমি
ও বেশ ধরিতে।
এ বেশ নাহিকো চাই, ইচ্ছা হয় সঙ্গে যাই,
কিন্তু আমি নারী ধরণীতে।
দারুণ কলঙ্ক-ভয়, পিতা মাতা কত কয়,
হা বিধাতা, কেন নারী করিলে আমারে!
আমার কারণে আজ, প্রেমময় যুবরাজ,
ভিখারী ফকির-বেশে দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

কায়েস্‌। প্রেমময়ি, এ তো নয় খেদের সময়;
বেশী ক্ষণ র'ব না কো, মনে বড় ভয়।
সদা হেরিতাম যারে, দেখিতে পাব না তারে,
অসহ্য যন্ত্রণা সে যে, সবে না হৃদয়।
(তাই) দোঁহার অঙ্গুরী, প্রিয়ে করি বিনিময়।
তোমার অঙ্গুরী দাও, আমার অঙ্গুরী নাও,
স্মরণ কারণ।
আমার অঙ্গুরী—আমি, তোমার অঙ্গুরী—তুমি,
উভয়ের বিচ্ছেদে মিলন।
(রুমালযোগে উভয়ের অঙ্গুরী বিনিময়)

লয়লা। (দ্বৈত গীত)
আবার যেন পাই হে দেখা, হৃদয়সখা, এই মিনতি।
এম্নি কোরে দেখ্‌বো এসে,
কর্‌বো কেঁদে প্রেম-আরতি॥

কায়েস্। আমিও যেন হেথায় এসে,
দেখি তোমায় মোহন-বেশে,
আসি তবে—

লয়লা। এস, কায়েস্!

কায়েস্। আসি আসি, প্রেম-মূরতি!

[বাটীর মধ্যে লয়লা ও অন্য দিকে কায়েসের প্রস্থান।

মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না। আমার ওই চিন্তে,
বাকি থাকে কি চিন্তে?
বা রে প্রেমের ফিকির,
রাত না পোয়াতেই ফকির!
ভ্যালা খেলা! ভ্যালা ছলা!
আচ্ছা, আমার কেন এত জ্বালা?
তা কে জানে?
যা হোক্, কথা ভাল নয়,
রোজ যদি দেখা হয়,
তবেই তো ভয়।
রোসো, রোসো, ফকির-ফিকির গোল্লায় দিচ্চি;
তবে আমি মুন্না! টের পাওয়াচ্চি।
এই যে, আবার ছোঁড়া ফিরেচে।
এইবার ফাঁদে প'ড়েচে।

(গোপনে অবস্থিতি)

কায়েসের পুনঃপ্রবেশ।

কায়েস্। মনে করি ফিরে যাই, মন তো আমার নাই।

নীরবে দাঁড়াই হেথা, যদি সে কনক-লতা,
আসে রে আবার,
আঁখি ভ'রে নেহারিব মুখখানি তার।
(বাতায়নের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান)

মুন্নার পুনঃপ্রবেশ।

মুন্না। বলি, কে এখানে
চেয়ে আছ জান্‌লা পানে?
দেখ্‌চি ফকির, কিন্তু ফিকির মনে তোমার জাগে।
কে তুমি? কও না কথা? হেথায় কিসের লেগে?
ওহো, আপনি? শাজাদা? এ কি বেশ?
বাদশার ছেলে ফকির? গোল ঘ'টুবে শেষ।
শেঠ শেঠিনী সব্ জেনেচে, খুব রেগেচে মনে;
জান প'ড়েচে, কান ন'ড়েচে, (শেষ কি) লয়লা ম'র্‌বে প্রাণে?
আপনকার ভালর তরে, লয়লার ভালর তরে,
বল্‌চি ভাল কথা;—
গোল হ'য়েচে, কুল ভেঙেচে, আর এসো না হেথা।
ভাল বিনে মন্দ কারু মুন্না করে না কো।।
আর এসো না, আর এসো না, আমার কথা রাখো।
নৈলে—

[বাটীর ভিতর মুন্নার প্রস্থান।

কায়েস্। (বিষাদে) গুপ্ত প্রেম লুপ্ত নয়, সুপ্ত জনো ধরে।
কে জানে কে ব্যক্ত করে, ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।
আমার কারণে লয়লা বিপদে পড়িবে।

পিতৃমাতৃরোষে শেষে হয় তো মরিবে।
কাজ নাই, আর আমি আসিব না হেথা।
জন্মের মতন যাই, মন যায় যেথা।
জনক-জননী আছে, যাব না তাঁদের কাছে,
আর না পশিব গৃহে থাকিতে জীবন।
দরবেস্-বেশে যাই নিবিড় কানন।
সেথানে নির্জ্জনে বসি, লয়লার মুখশশী,
দিবানিশি করিব ধেয়ান।
ভাবিতে ভাবিতে তারে, ভেসে ভেসে অশ্রুধারে,
হয় রবে, নয় যাবে প্রাণ।
লয়লা! লয়লা! যাই।
এ জন্মে যদি না ঘটে, দেহান্তে যেন রে তোরে,
বিনা বিঘ্নে পাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

লয়লার কক্ষ।

লয়লা ও মোতিয়া।

লয়লা। মোতিয়া!
দে লো দরবেস্-বেশ,
খুলি বেণী এলায়ে দে কেশ।
এনে দে লো জপমালা, নাম জ'পে নাশি জ্বালা,
একা নয়—ফকির দুজন।

মোতিয়া। প্রিয়সখি! কেন হেন উচাটন মন?
লয়লা। হাঁ সই, গোপনে যদি সেজে ফকিরিণী,
কায়েসের কাছে যাই, তাতে কি ঘটিবে দোষ?
মোতিয়া। ও কথা তুল না, বিষাদিনি!
পুরুষে সকলি পারে, নারী তা করিতে নারে,
লয়লা। হা কপাল! আমি অভাগিনী!

সাকী, আমিনা, দেল্‌জান্ প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

সাকী। প্রমোদ-কাননে, সরসী-তীরে,
ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি, সই, আইনু ফিরে,
মোতিয়া। কোথাও দেখিতে পাওনি তাঁরে?
লয়লা। হতাশ হইনু, সই লো!
সখীগণ। (গীত)
এমন ক'রে নয়ন-লোরে দিবানিশি কাঁদ্‌লে, সই।
কি হবে লো, বল বল, সুধাই তোরে, প্রেমময়ি ॥
চাঁদ-বদনে হাসি লুকালো লো তোর,
সুখের চাঁদিনী রাতে বিষাদ-আঁধার ঘোর;—
হয় তো প'ড়্‌বে ধরা, হবে লাজে সারা,
সদাই মনে ভয় ওই;—
অবোধ মন্‌কে প্রবোধ দে লো,
নৈলে উপায় কই ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

দর্‌বেস্‌বেশে কায়েস্‌।

কায়েস্‌। কই? শান্তি নাহি পাই কেন শান্তিময় বনে?
অগ্নি নাই তবু যেন, দাবানলে জ্বলে বন,
ততোঽধিক অগ্নি জ্বলে মোর বুকে মনে।
কোথা যাই, কোথা যাই, কোথা গেলে তারে পাই,
যাই যাই, ফিরে যাই আবার সেথায়।
না না, আর যাবো না কো, মরিব হেথায়।

(বৃক্ষগাত্রে গাত্র রাখিয়া দণ্ডায়মান)

আব্‌দুল্লার প্রবেশ।

আব্‌দুল্লা। (দ্বৈত গীত)

বন্দেগি দর্‌বেস্‌, ম্যাঁয়্‌ এন্তেজার তুমারে।

কায়েস্‌। ক্যা হ্যায় তেরা নাম, মুঝে বাতা রে॥

আব্‌। আব্‌দুল্লা নাম, ম্যাঁ কায়েস্‌কা গুলাম্‌।

কায়েস্‌। কেঁও ইঁহা আয়ে হো, ক্যা হ্যায় তেরা কাম?

আব্‌। শুনা হ্যায় হাম্‌, শাজাদে হামারা।
লয়লা কি আশ্নাই মে হুয়া হ্যায় মতুয়ারা॥

বাপ মাতারি বাদশাহি ছোড়্‌কে।
ভগ্ কর্ আয়া হ্যায় জঙ্গল্ মে তড়্‌কে ॥
কায়েস্। হাঁ হাঁ, ম্যাঁয়্ জান্‌তা হুঁ, উও ইহাঁ আয়া।
এহি অঙ্গুঠি উও মুঝ্‌কো দে গেয়া ॥
(অঙ্গুরীপ্রদান)

আব্। (অঙ্গুরী দেখিয়া সবিস্ময়ে)—
তাজব কি বাৎ কভি এয়সা ন দেখা।
লয়লা কি নাম হ্যায়্ অঙ্গোঠীপর লিখা ॥
বন্দে নেওয়াজ ক্যা খেল্ মে বনা হ্যায় দর্‌বেস্।
আপহি হামারে শাজাদে কায়েস্।
মওলা নে মিলিয়া, চলিয়ে মকান্।
রোতে হ্যাঁয় তুম্‌হারে মা বাবাজান্ ॥

কায়েস্।
অওর না জাউঙ্গা, জঙ্গল্‌মে রহুঙ্গা,
লয়লা মিলে তো জাঁউ।
লয়লা বিন্ রে, কুছু নেহি মেরা,
ক্যায়সে সো লয়লা কো পাঁউ ?
আব্। ভলা, লিজিয়ে অঙ্গোঠী, দিজিয়ে জী দোয়া,
চলে হাম্ শেহ্‌কো মকান্।
খোদা ন হোয় বাদী, দেলাউঙ্গা সাদি,
তুম্‌হারে সাথ্ লয়লা-জান্ ॥
[অঙ্গুরী পুনঃপ্রদান ও সেলাম করিয়া প্রস্থান।
কায়েস্। আহা, জনক-জননী মোর, আকুল হইয়ে কাঁদে,
প্রিয় ভৃত্য আব্‌দুল্লা কাঁদে।

ও দিকে লয়লা কাঁদে, এদিকে অরণ্যে আমি
ভগ্ন-মনে কাঁদি নানা ছাঁদে ॥
পলকে উঠেছে ঘোর কান্নার তুফান্।
বিধাতা হে, এ কান্নার কর অবসান।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আরব-রাজধানী—কাসেমের বাটীর বহির্দ্বার।

কাসেম্, জোবেদী ও মুন্না।

কাসেম্। বিবি!
আরব দেশের মাঝে আমি আওল সদাগর।
তেম্নি আমার লয়লা মেয়ে রূপের আকর।

মুন্না। আহা, যেন হীরের মোহর,
রূপের নাই গো বহর।

জোবেদী। লয়লা আমার রূপের পুতুল, যেন 'আহা-মরি'!

মুন্না। সবুজ পরী, লাল পরী, নীল পরী, কালা পরী।

জোবেদী। (সরোষে) কি বাঁদি, কালা পরী?

মুন্না। ও মা! ভুল্ ভুলেছি,—শাদা পরী, শাদা পরী।
(আজ্) পরীর সাথে পরার সাদি, পূরো মনস্কাম।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

(ঐ ঐ) বাজনা বাজে, বরের সাজে ঘোড়ায় গুণধাম।
(স্বগত) আহা, ঘোড়ায় গুণধাম! হি হি, যেন কাল জাম।

[জোবেদী ও মুন্নার প্রস্থান।

কাড়া, নাগারা, ডঙ্ক, রওসন্‌চৌকিবাদ্য ও কাফ্রিসংসম্প্রদায় সহ বরবেশে ইব্‌ন্‌সালামের প্রবেশ।

কাসেম। এস, বাবা, এস এস, এস মোর ভবনে।
এরা কারা? সং না কি? ঢং নানা ধরণে।

ইব্‌ন্‌। হাঁ সাব্‌! সাদিকা সং।
এ যে কাফ্রি, লাগাও নাচ্‌ গানা কি রং।

কাফ্রিসংগণ।—(বাদ্যসহযোগে বিবিধ ভঙ্গীতে নৃত্যগীত)

(গীত)

ধগ ধগ ধিন্‌ তাক্‌, ধগ ধগ ধিন্‌।
ধধ কটেন্‌ তা, থুক্‌ থাক্‌, এক্‌ দো তিন্‌॥
ধবড়্‌ ধুম্‌, ধবড়্‌ ধুম্‌, চপট্‌ চপট্‌ চাঁই,
আঁই উঁল্লা, গুল্‌ গুল্লা, কিস্‌ মিস্‌ কিস্‌ মিস্‌ কাঁই;
রে রে রে রে, রে রে রে রে, শিন্‌ বিন্‌ সিন্‌॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লয়লার সুসজ্জিত উপবন।

লয়লা, জহরা ও মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণ।

জহরা।

ও মা ছি, ও কি কথা, কনক-লতা, রূপের সোহাগিনি!
লোকে কি বোল্‌বে তোমায়, বিয়ের কথায় বোল্লে অমন বাণী?
তোমার না বোল্লে আমায়, ডাক্‌তে তোমায়, চল বরের কাছে।
পথটি চেয়ে, হাপুস্ হয়ে, বরটি ব'সে আছে।

লয়লা। বার বার ওই কথা, দূর হোক্ ছাই।
রব না এখানে আর, অন্য ঠাঁই যাই।

[বেগে প্রস্থান।

জহরা। (সখীদের প্রতি কাতরভাবে)
হেঁই মা, হেঁই মা, বল্ না তোরা বরের কাছে যেতে।
ঘটকালিটি ঘটিয়েচি মা, খেটে দিনে রেতে।
ফোস্‌কে না যায় যায়,
তোরা কর্ মা সে উপায়,
মন যে আমার টাকার নোভে দু'হাত আছে পেতে।

সাকী। যার যত লোভ, তার তত ক্ষোভ।
যার বে, সে নয় রাজী, হার হয়েছে তোমার বাজি।

জহরা। (স্বগত) উঃ, লয়লী ছুঁড়ি ভারি পাজী।
ইচ্ছে হয়, গায়ে ছুড়ি ছুঁচোবাজী॥

যাই, বলি গিয়ে গিন্নী মাকে ;
ধ'রে নে যাক্ ধ'রে নাকে।

[প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না। (নৃত্যসহ গীত)

কেন সব খোঁজের মাঝে, ভাব্‌চো ব'সে মাথা গুঁজে।
রূপসীর আজ্ যে সাদি, চল না সেজে গুজে॥
এসেচি ক'নে নিতে,
সঁ'পে দেবো বরের হাতে,
দেখ না নাচ্‌চি কেমন, থেকো না চক্ষু বুজে॥

লয়লা ও জহরার সহিত জোবেদীর বেগে প্রবেশ।

জোবেদী। বলি, এ কি তোর ব্যবহার ?
মা বাপের মুখে দিবি কালি ?
বর এসে ব'সে আছে সেথা,
তোর হেথা ঢলাঢলি খালি।
ধিক্ তোরে, কুলকলঙ্কিনি !

লয়লা। কেন, মা গো, বল হেন বাণী ?
কলঙ্কিনী নহি আমি, আছে যে আমার স্বামী,
বিবাহ করিব পুন কারে ?
কলঙ্কিনী নহি এবে, কলঙ্কিনী হতে হবে,
সতী হয়ে বরি যদি পরে।

জোবেদী। কি বলিলি, কি বলিলি, স্বামী তোর আছে ?
(মুন্নার প্রতি) ও লো বাঁদি, এ কথা এ পেলে কার কাছে ?

মুন্না। খোদাকে মালুম মা, আমাকে বেমালুম।

জোবেদী। লয়লি, কে তোর খসম্‌?

লয়লা। জননি গো, পায়ে পড়ি, ভুলে যাও রোষ।

ক্ষমা কর মেয়েটিরে, যদি দেখ দোষ।

শাজাদা কায়েসে আমি, করেছি মানস-স্বামী,

ক'র না নরকগামী কন্যারে তোমার।

ভ্রষ্টা নষ্টা নহি, মা গো, কহি বার বার।

জোবেদী। (সরোষে) ছি ছি ছি ছি, কি লজ্জার কথা।

শুভদিনে নিদারুণ ব্যথা।

উন্মত্ত পাগল সেই লম্পট কায়েস্‌।

ধিক্‌ কলঙ্কিনী, কুলে কালি দিলি শেষ।

হোক্‌ সে রাজার বেটা, আমাদের কুলে কাঁটা,

সে তোর খসম্‌! ছি ছি, বড় ঘৃণা পাই।

যা বলিলি—বস্‌, আর শুনিতে না চাই।

লয়লা। পতিরে বলিব পতি, কিবা দোষ তায়?

কায়েস্‌ বিহনে পতি না বলিব কায়।

জোবেদী। (রোষে)

আমার আদেশ ধরি, ঘটকিনি, ত্বরা করি

ইব্‌নুস্সালামে আনহ এখানে।

[জহরার প্রস্থান।

তার সনে এর সাদি, দেখি কেবা হয় বাদী,

লয়লা। তা হ'লে মরিব বিষপানে।

জোবেদী। তোর মত মেয়ে মোর মরিলেই বাঁচি।

সাদিটে ঘটিয়ে দি তো যতক্ষণ আছি।

বেগে কাসেমের প্রবেশ।

কাসেম্। কেন ছাই, এত দেরি হেথা ?
বর যে বিরক্ত বড় সেথা।

জোবেদী। (কাসেমের কানে কানে কি বলিল)

কাসেম্। (সরোষে) কি কি,
এত তেজ, এত অহঙ্কার,
কুলে কালি দিলে এ আমার !

লয়লা। (গীত)

ভুল রোষ, ক্ষম দোষ, আমি যে তনয়া।
ওগো মাতা, ওগো পিতা, কর মোরে দয়া॥
তোমরা নিঠুর হ'লে, বসিব কাহার কোলে,
স্নেহভরে দেহ মোরে চরণের ছায়া ;—
পতিব্রতী সতী মেয়ে মা বাপের মায়া॥

কাসেম্। কোন কথা শুনিব না।
যাও মুন্না, বর-সভা থেকে
আন মোর দামাদকে ডেকে।

জোবেদী। ঘটকিনী গেছে বরে আনিতে হেথায়।

কাসেম্। লয়লীরে সম্প্রদান করিব তাহায়।

ইবিসামের সহিত জহরার পুনঃপ্রবেশ।

এস, বাপু, এই মোর কন্যা রূপবতী,
তোমারে প্রদান কৈনু, তুমি এর পতি।

[কাসেম্ ও জোবেদীর প্রস্থান।

লয়লা। আমিও সবারে বলি ধর্ম্ম সাক্ষী করি ;—
শাজাদা কায়েস্ মোর একমাত্র পতি ।

ইব্রিস্লাম। তব্ হামি তোমারা কে ?

লয়লা। তুমি আমার ভাই।

ইব্রি। তোবা! তোবা! তব্ হামি কাঁহাঁ ঝাই !

মুন্না। ঝাবা আর কঁহাঁ ?
লয়লা মোর বহিন্, তুমি মোর বোন্হাই।

লয়লা। ছাথ্ মুন্না, দেখ্ বাঁদি,
ফের এমন্ বলিস্ যদি,
শিক্ষা দেবো বিশেষ শিক্ষায়।

মুন্না। পোড়া মন বোঝে না, তাই রই পরের কথায়;
কর্ত্তা গিন্নী দিলেন লেড়্কীর সাদি,
নাথি খেয়ে মরে মুন্না বাঁদী !

লয়লা। পাপিয়সি ! তুই এই অনিষ্টের মূল ।

মুন্না। তোমার কিরে ; এর আমি জানিনি এক চুল ;
যদি জানি, হোক্ আমার বুকশূল।

ইব্রি। আরে, ফকৎ বেফায়দা বখেড়া কেঁও ?

জহরা। নতুন বৌ, অমন হয়।
এখন আমার বক্‌সিস্‌টা ?

ইব্রি। আরে রও জী, পহেলা শুনে জানীকা বাৎ মিঠা।

জহরা। (লয়লার প্রতি)
ওগো ও শেঠীর মেয়ে, রুষ্টু হয়ে আর থেকো না।
মনের মত বর পেয়েচো, মনের সুখে ঘর কর না ?

পাঁচ ফকিরের মেহেরবানি, আইবড় নাম ঘুচে গেল।
মুচ্কি হেসে, কাছে ঘেঁসে, বোসে ছুটো মিঠে বল।

লয়লা। দূর হ লো পাপিষ্ঠা ঘটকি !

[বেগে প্রস্থান।

ইব্নি। আরে আরে, ভাগ্লো মেরা জান্।
এ জহরা, জল্দি ছুটে আন্।

জহরা। আমার কম্ম নয়, আমি পালাই।

[বেগে প্রস্থান।

ইব্নি। তব্ তুম্ যাও।

মুন্না। মোর মাথা আর কেন খাও ?

ইব্নি। তব্ ক্যা হোগা ?

মুন্না। তোমার নসিবে দাগাদারিকা ভোগা।

ইব্নি। এঁ এঁ ! সব মেট্টি হুআ রে !
এয়সা পরী নেহি মিলা রে !
এ লয়লি, তু কাঁহা গিয়া রে !
ইহাঁ ধড়ফড়াতা তেরি নয়া মিঞা রে !
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ !

মোতিয়া। ওমরা সাহেব, বড় কষ্ট হয়েচে ?

ইব্নি। ছাতি ফট্ যাতি রে !
এই ছোক্ড়ি, তোম্ লোগ্, নাচ গানা জান্তি হায় ?

মোতিয়া। হাঁ, ওমরা সাহেব, কুছ্ কুছ্।

ইব্নি। অচ্ছা, বহুৎ অচ্ছা, জল্দি নাচ গানা সুরু করো,
মেরা দিল্‌কা বিচ্‌মে আগ্ লগা হায়, ঠাণ্ডা করো।

ওহো, জান্ লেকে বিবিজান্ ভাগ্ গেই !

জল্‌দি জল্‌দি—

মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণ। (সনৃত্য গীত)

যে চায় যারে, পায় না তারে, প্রেমের এ কি উল্টো খেলা।

যে যারে, চায় না ফিরে, সেই গুলো সই, ঘটায় জ্বালা ॥

প্রেমিক অলির কমলিনী,

অলি বিনে পাগলিনী,

গুবরে পোকার ভ্যান্‌ভ্যানানি

ক'ল্লে, লো সই, ঝালাপালা ;—

পালালো আকুল হয়ে, প্রাণের ভয়ে কমলবালা ॥

ইব্নি। (গানের সঙ্গে বিবিধ ভঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে) বাহবা বাহবা, শোহন তেরি—রি রি রি রি !

মোতিয়া। ওমরা সাহেব ! ও কি হ'চ্চে ?

ইব্নি। (গীত)

আরে লয়লা হামারি, হামারি লয়লা।

আরে নয়না হামারি হো গেয়া ময়লা ॥

হো হো, লয়লা মুখ্‌কো ময়লা কর্ দিয়া।

(আরে) ম্যাঁঞ বাউরা হুআ জী, বাউরা হুআ ॥

মোতিয়া। বহুৎ আচ্ছা, ওমরা সাহেব, খুব মিঠি সুর, আমরা মজ্‌গুল্ হয়ে গিছি।

ইব্নি। হাঁ ! একদম্ মজ্‌গুল্ ! বা মেরি জান্ ! আওর মজ্‌গুল্ করেঙ্গে, উস্কো জল্‌দি বোলাও।

মোতিয়া। কিস্কো ? তোমারা বহিন্‌কো ?

ইব্নি। আরে হাত্তেরি কম্‌বক্তি বেহুদা আউরৎ! ইয়ে কি মেরা বাপ্‌কা মকান্ যো ইহাঁ মেরে বহিন্ রহতি ?

মোতিয়া। তব্ ইয়ে কিস্কা মকান্ ?

ইব্নি। মেরা জরুকা বাপ্‌কা মকান্। বোলাও মেরে দিল্-খোস্, দিল্‌হোঁস্ জরু লয়লীকো। নেহি তো, ছোক্‌ড়ি, তোম্ সব্‌কো সাদি কর্‌কে জেন্দাকা হুন্দামে লে যায়েঙ্গে। আও আও, এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছও। বাঃ, ছও জরু মেরা, আউর লয়লী হ্যায় সেরা, তব্ হুআ সাত—বাঃ, আও আও, সাদি বন্ যায়। (মোতিয়া প্রভৃতিকে ধরিবার চেষ্টা)

মোতিয়া। আ-মোলো, এটা কে লো ?

সাকী। হাঁড়িখেকো হুলো ?

[সখীগণের বেগে প্রস্থান।

ইব্নি। আরে আরে, পকড়্ পকড়্। এ মুন্নি, এ বাৎ ক্যায়সা হ্যায় ? কাসেম্ সদাগর কি মুঝ্‌কো ঠাট্টা তামাসা কর্‌তা হ্যায় ? বোলো, অভি ম্যাঞ উস্কো জাহানম্‌মে ভেজে।

মুন্না। (স্বগত) মেড়া ছোঁড়া এইবার হাড়ে চ'টেচে, ঠাণ্ডা করি। (প্রকাশে) রাগ কেন ? শোনো শোনো, এ দেশের এই ধরণ, সাদির দিনে মাগ ভাতারে এম্নি হয়, এ সব পিরীতের নক্সা !

ইব্নি। (সহাস্যে) হুঁ ! অচ্ছা অচ্ছা। মুন্নাবিবি, তুম্ একঠো মিঠা গান গাও।

মুন্না। আচ্ছা, ওমরা সাহেব !

(সনৃত্য গীত)

ও পিয়া রে, কেঁও করো দাগাদারি।
(আরে) এ জী মিঞা, ম্যাঞ তো তুম্‌হারি॥

তু বিনু সারি রাত ক্যায়্‌সে গুজারি ;—
গরম্ হো তুম্ নরম্ দিল্ পর মারো হো কাটারি ॥
(মুন্নার সহিত ইব্রিস্লামের নৃত্য)
এই তো গান গাইলুম, গানের বক্‌সিস্ ?

ইব্রি। আও, তুম্‌কো নেকা করেঙ্গে। (ধরিবার চেষ্টা)

মুন্না। মেগে, ফ্রেমুখের ছিরি ! ওআক্ ! থু !

[বেগে প্রস্থান।

ইব্রি। সব্‌কো ছোড়েঙ্গে, ও ভি বেহতর্, লেকেন্ তুম্‌কো ছোড়েগা কওন্ শালা ? পকড়্—পকড়্।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্য ও পার্শ্বে সনির্ঝর শৈলশ্রেণী।

দরবেস্‌বেশে কায়েস্।

কায়েস্। (গীত)

দে দে নিবায়ে, প্রকৃতি গো, উজল বিভারাশি,
নে নে মুছায়ে শোভা, সকল যাতনা নাশি ;
কানন রে, ঢাকা দে রে, ও তোর হরিত হাসি,
নিঝর রে, থামা না রে, ও তোর মধুর বাঁশী ;
আমি যারে চাই,
সে আমার নাই,
তারে পেলে তোদের ভালবাসি ;
তোরা যা রে, এনে দে রে, এ আঁধারে হৃদয়-শশী।

(কথায়) এক দুই তিন ক'রে কত দিন গেল,
আবদুল্লা প্রিয় ভৃত্য কেন নাহি এল ?
সংবাদ নাহি কো পাই, বড়ই চিন্তিত তাই,
লয়লা কেমন আছে না পারি বুঝিতে।
পলকে প্রলয় হয়, না পারি থাকিতে।

[প্রস্থান।

মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না। কেমন ফিকির ক'রে আমি ঘুরিয়ে দিছি কল।
লয়লী পাবার আশায় ছাই, শেষ ফল্‌টা ফলিয়ে যাই,
ফোঁস্ ফোঁসিয়ে কাঁদুক ছোঁড়া, মুছুক্ চোখের জল।
কই, গেল কোথা ? হুঁ, ঐ যে হোথা।
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে, গাছের তলায় প'ড়্‌লো শুয়ে।
একবার ডাকি, খোস্‌খবরটা শুনিয়ে যাই।
"খোস্‌খবরের ঝুটোও ভাল" লোকে বলে শুন্‌তে পাই।
(উচ্চৈঃস্বরে) বন্দেগি, শাজাদা ! বাঁদী হাজির।

নেপথ্যে কায়েস্। কে ? মুন্না ?

মুন্না। হাঁ গরীবপর্‌বর ! মুন্না।

কায়েসের পুনঃপ্রবেশ।

কায়েস্। মুন্না ! মুন্না !
কাসেম্‌বণিক্‌পুত্রী লয়লা-রূপসী
আছে তো কুশলে ?
আদর যতন স্নেহে তারে দিবানিশি
দেখ তো সকলে ?

অসুখ তো নাই তার মনে ?

মুন্না। অসুখের কিছুই দেখিনে।
অসুখের যত কিছু আছে,
তা কেবল তোমারই কাছে।

কায়েস্। বুঝিতে না পারি তব কথা,
পরিহাসে দিতেছ কি ব্যথা ?

মুন্না। না, শাজাদা, ঠাট্টা নয়, থাট্টা কথা বল্‌তে ভয়,
তা কি করি, না ব'ল্লেও নয় ; শুনুন্ তবে—

(দ্বৈত গীত)

যার কারণে, নিবিড় বনে, কোচ্চো হাহাকার।
ফুল্ল মনে, ফুল-বাগানে খেল্‌ছে সে তোমার॥

কায়েস্। যার কারণে, মাথায় আমার রুখু চুলের ভার।

মুন্না। তার চুলেতে টেক্কা খোঁপায় ফুলের কি বাহার॥

কায়েস্। যার কারণে, গাছের তলায় ভুঁয়ে থাকি প'ড়ে।

মুন্না। সোণার খাটে ঘুমোয় সে জন, চামর-বাতাস ওড়ে॥

কায়েস্। যার কারণে, মলিন বদন, নাই কো হাসির ছটা।

মুন্না। তার মুখটি ফুল্ল কমল, কিবে হাসির ঘটা॥

কায়েস্। যার কারণে, হতাশ মনে, ফেল্‌চি চ'খের জল।

মুন্না। তোমার সে যে, প্রেমে ম'জে, হাস্‌চে অবিরল॥
বিধি বাদী, তোমার সাদি ঘট্‌লো না কো তাই।
সে ক'রেচে সাধের সাদি, তোমায় ব'লে যাই॥

(গমনোদ্যোগ)

কায়েস্। শোনো শোনো ; সত্যই কি লয়লা সুন্দরী
বিবাহ করেছে, মুন্না, প্রতিজ্ঞা পাসরি ?

মুন্না। এ সব কথায় ঝুট্ যে বলে,
দুষ্মন্ ডুবুক তার দরিয়ার জলে।
কায়েস্। (স্বগত) তবে এ কি স্বপ্ন-লীলা? কিম্বা প্রহেলিকা?
কিছুই বুঝিতে নারি—ধাঁধা মরীচিকা।
(প্রকাশ্যে) না না, মুন্না, এ তোমার পরিহাস,
অথবা সে অনাথিনী ভেবে ভেবে উন্মাদিনী,
বলিতে উন্মাদ-বাণী তোরে মোর পাশ
পাঠাইল—
মুন্না। বটে, তবু হয় না বিশ্বাস?
কায়েস্। তবে তুই উন্মাদিনী।
মুন্না। বালাই, আমি অমন উন্মাদিনীর ধার ধারি নি।
কায়েস্। তবে আমিই উন্মাদ।
মুন্না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ঠিক, শাজাদ!
তা যদি না হবে, বনে বনে তবে,
বাপ্ মা ছেড়ে, কাপড় চোপড় ছিঁড়ে,
কালিয়া পোলাও ফেলে,
চোখের জল ঢেলে,
আহা, এমন হাড়ীর হাল কেন হবে?
কায়েস্। (স্বগত) তাই তো, লয়লা কি মায়াবিনী ডাকিনী?
না না, সে তা নয়, আমিও তা ভাবি নি।
মুন্না। শাজাদা, আর কেন ভাব্না মিছে?
লয়লা এখন্ বিষের বিছে।
ছাড় তার আশা, আশার ভালাবাসা,
এখন খেয়ে লাজ, বলি ক'ত্তে একটা কাজ,

যদিও আমি বাঁদী, তবু নই প্যাঁচা খাঁদী।
যদি হয় মেহেরবানি, ধর তবে আমার পাণি,
হয়ো না বাদী, কর আমায় সাদি ;
তোমারো বিরহ ঘুচ্‌বে, আমারো তাই,
তোমার কসম্‌, খসম্‌, তোমাকেই চাই।
তুহুঁ চাঁদ, মুহুঁ চকোরী,
তুহুঁ পিয়ারা, মুহুঁ পিয়ারী ;
মুহুঁ লতা, তুহুঁ তরু,
তুহুঁ খসম্‌, মুহুঁ জরু ;
তুহুঁ মজ্‌নু, মুহুঁ মুন্না,
হলেই বা বাঁদী ? এস করি ঘরকন্না। (হস্তধারণচেষ্টা)

কায়েস্‌। (বিরক্ত হইয়া সরোষে) দূর হ কামুকা !

[বেগে প্রস্থান।

মুন্না। অ্যাঁ, থামোকা কামুকা ব'ল্লে গা !
হাঃ, আমি বাঁদী, নসিবে নেই সাদি !
বিধিও আমায় বাদী !
ইচ্ছে হয় ডাকছুকুরে কাঁদি !
ফের দৌড়ে গে ছোঁড়ার পায় ধ'রে সাধি।
না, ছি, যাব না,
নজ্জাই মেয়েমানুষের চ'খের নয়ন-চুর্‌,
সে নয়ন-চুর্‌ চুর কর্‌বো না।
ওর রূপে আগ্‌ লাগুক্‌,
আমায় যেমন্‌ কাঁদালে,
তেম্নি লয়লীর তরে দিনরাত্ত কাঁদুক্‌।

বেগে আব্দুল্লার প্রবেশ।

আব্। আরে তু কোন্ হ্যায় ? মরদ না মাদী ?

মুন্না। (স্বগত) আ মর্, এটারো চোকে কি বিচ্ছেদের ছানি প'ড়েচে ? আমি পুরো মাদী, মুন্না বাঁদী ; মিন্সে বলে তু মরদ না মাদী ?

আব্। আরে, বোল্ না, তু মরদ না মাদী ?

মুন্না। তুই কে ? মরদ না মাদী ?

আব্। হাম্ মরদ।

মুন্না। হাম্ মাদী।

আব্। আও তব্, আজি তুম্‌কো করুঙ্গা সাদি।

মুন্না। মুখে আগুন্, যেমন রূপ তেম্নি গুণ !
আঁতুড়-ঘরে পাওনি নুণ ?

আব্। আও আও।

মুন্না। তফাৎ যাও।

আব্। আও জী আও, চায় নেকা চায় সাদি।

মুন্না। আ মর্, এ শালার ঘরে শালা কে গা ! মুখের ছিরি দেখ্‌লে চোখে ঠুলী দিতে ইচ্ছে হয়।

আব্। তু বড়ী খুপ্‌সুরৎ !

মুন্না। তা তোর চোক টাটায় কেন ?

আব্। বিরহ-বিকার !

মুন্না। তবে দাওয়াইখানায় যা না, মুখপোড়া নচ্ছার বেকার ! এখানে কেন ? এখনি চোয়া সন্নিপাত হবে যে।

আব্। যো হোগা, সো হোগা ;

তু আর দে মৎ দাগা।
আও, ছোক্‌ড়ি, তু সে মু সে হো যায় সাদি।
(হস্তধারণোদ্যোগ)

মুন্না। আরে মর্, আঁটকুড়ো,
এখনি মার্‌বো মুখে ঝাঁটার মুড়ো
জানিস্, আমি কাসেম্ নাখোদার বাঁদী—নাম মুন্না।

আব্। (কৃত্রিম আব্‌দারে) আরে ওহো! তুম্ মুন্না?
নাম শুনা হুঁ তুমারা, নেহি দেখা হুঁ চেহারা।
বাহবা, বাহবা, বড়ী অচ্ছি সুরৎ, কচ্চি মূরৎ!
আরে, উও লয়লা, তুমারে পাশ ময়লা ঝয়লা!
তুম্ সে সেরা কোহি নেহি জেরা,
তুম্ সচ্চা হীরা, লয়লী এক দমড়ী কি জীরা!

মুন্না। (সহাস্তে) অঁ্যা, সত্যি?—আমার মাথার কিরে?

আব্। সচ্ কহতা হুঁ, সব্ ছোক্‌ড়ীসে চটক্ তেরে।

মুন্না। কিন্তু আমি আছি প্রাণে ম'রে।

আব্। কেঁও?

মুন্না। (দীর্ঘনিশ্বাসে) থাক্ সে কথা,
মনেই রইলো মনের ব্যথা!

আব্। ম্যাঞ্জ সমঝ্ লিয়া হুঁ।

মুন্না। হুঁ?

আব্। হুঁ।

মুন্না। কি বল দিকি?

আব্। মেরে শাজাদে কায়েস্ কো সাথ তেরে সাদি।

মুন্না। হ্যাঁ, তাই বটে, কিন্তু আমি যে বাঁদী!

আবু। খুপ্‌সুরৎ মে তুম্ পকা চাঁদী,
তুম্‌সে উন্‌সে হো যায়গা সাদি।

মুন্না। পূবের স্থয্যি পচ্ছিমে উঠ্‌লেও তা হবার নয়।

আবু। ডরো মৎ, মুন্না! জরুর সাদি হোয়গি। শুনো, লয়লী পরী থি, দুনিয়ামে আই হ্যায় ফিকির খেল্‌নেকো লিয়ে। মেরে শাজাদেকো যাদু বনাই দি হ্যায়। উস্‌কী মৎলব্ হ্যায় কায়েস্‌কো জান্ লেনেকো।

মুন্না। (সবিস্ময়ে) অঁ্যা, বল কি?

আবু। আউর শুনো, পহেলা উও লয়লী মেরে শাজাদেকো যাদুমে গদ্ধা বনায়কে তব্ মার্ ডালেগি।

মুন্না। গাধা বানাবে? এই যে আমি শাজাদাকে খাসা মানুষ দেখে এলুন।

আবু। অভি গদ্ধা হো যায়গা। আউর শুনো, অগর ম্যাঞ কোই খুপ্‌সুরতিঞা ছোক্‌ড়ী কি সাথ্ মেরে শাজাদেকো সাদি দেনে শকে তো উনকো গদ্ধাই ছুট যায়গা, আউর ওহি ছোক্‌-ড়ীকি সাথ্ বড়া আশ্নাই, এস্ক্ মহব্বৎ হোয়গা। অব্ কহে মুন্না, তুম্ রাজী ইয়া গর্‌রাজী?

মুন্না। এ তো নয় তোমার কার্‌সাজী?

আবু। ঝুট্ কহতা কওন্ পাজী। ম্যাঞ নিমক্‌হালাল— প্রেমকে দালাল! দো চার রোজকে বিচ্‌মে, তেরে কসম্, মেরে শাজাদে হো যায়গা তেরে খসম্।

মুন্না। এ যদি পার তুমি,
তোমার পায়ে বাঁধা রব আমি।

আবু। এহি জঙ্গলমে তুম্ হর্ রোজ মেরে সাথ্ মুলাকাৎ করো।

মুন্না। আমি তো মূলোকাৎ কর্‌বো, কিন্তু তুমি যেন কুপোকাৎ কোরো না।

আবু। (সহাস্যে) নেহি নেহি।

মুন্না। তবে এখন আসি, মিঞা, সেলাম।

আবু। সেলাম বিবি, সেলাম।

[মুন্নার প্রস্থান।

বাহবা রে আল্লাইকা লড়াই! মুন্না মেরে মুট্‌ঠি কি অন্দর আ চুকি। ইয়ে হারামজাদী বিল্‌কুল বখেড়া কা জড়্। অব্ ইস্কো ম্যাঞ জাহান্নম্‌মে ভেজুঙ্গা। দেখে অব্ কাঁহা মেরে শাজাদা।

[প্রস্থান।

মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

সকলে। (গীত)

ওলো, ভাঙ্‌বো আজ লুকোচুরি, ধ'র্‌বো ফকিরে।
নাগর পড়ে কি না পড়ে দেখি নারীর ফিকিরে॥
জেগে আজ সারা-রাতি,
খুজি বন পাতি পাতি,
আছে কোথা ছল পাতি,
চল চল দেখি রে;—
ভাসাব সোহাগ-সরে সখা সখীরে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লয়লার দ্বিতল-গৃহ ও পার্শ্বে উদ্যান।

দর্‌বেস্‌বেশে কায়েসের প্রবেশ।

কায়েস্‌। (বাতায়ন প্রতি চাহিয়া)

ঘোর আঁধারে ঘুমায় ধরণী।

অগণন পাখিগণ, মুদিত-লোচনে, প্রকৃতি মলিনবরণী।

মলিনে মলিন হ'য়ে,

হৃদয়ে নিরাশা ব'য়ে,

এসেছি বিদায় নিতে,

মনোমোহিনি!

কব না প্রেমের কথা,

দিব না প্রাণে ব্যথা,

শেষ দেখা দেখে যাব

ওই মুখখানি;—

ভালবাসা রেখে যাব, (একবার) দেখা দাও, ধনি!

(বংশীধ্বনি)

উপরে বাতায়ন-সম্মুখে মোতিয়ার প্রবেশ।

মোতিয়া। (দ্বৈত গীত)

নীরব নিশীথে, বাজিল কার

বিষাদের তানে হতাশ-বাঁশী?

কায়েস্। সখি হে সখি হে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে
হতাশ ভিখারী বিষাদে আসি।

মোতিয়া। কাতরে কুকারি, কি চাও ভিখারী,
মোরা পরাধিনী বালা।

কায়েস্। পরাধিনী বই, হেন জন কই,
নিভায় প্রাণের জ্বালা ?

মোতিয়া। পুরুষের প্রাণে, রমণীর প্রাণ,
পারে কি হে জ্বালা দিতে ?

কায়েস্। জ্বালা তো হে ছার, খর ক্ষুরধার,
নারী পারে বসাইতে।

মোতিয়া। ছি ছি এ কি কথা, বুকে বাজে ব্যথা,
ব'ল না ব'ল না আর।

কায়েস্। পণ ভুলে যাওয়া, পরপ্রেমে ধাওয়া,
নয় কি হে ক্ষুরধার ?

মোতিয়া। (কথায়) কে বলিল, প্রিয়-সখা, তোমার রমণী,
তব প্রেম পরে দিয়ে পরের ঘরণী ?
ছি ছি, কি লজ্জার কথা, কে দিল দারুণ ব্যথা,
সর্ব্বত্যাগী অনুরাগী প্রেমিকের প্রাণে ?
মরুক্ মরুক্ সেই, তার মত বৈরী নেই,
পাই যদি তারে আমি বধি বিষবাণে !

কায়েস্। তবে কি শুনেছি ভুল ?
মিথ্যা কথা ব্যথা দেছে প্রাণে ?

মোতিয়া। নিশ্চয় নিশ্চয়, সখা ! মিথ্যা কথা শুনেছ হে কানে

কায়েস্। এখনো বুঝিতে নারি, চারি দিকে স্বপনের খেলা।

মোতিয়া। স্বপন কোথায় পেলে ? সজাগের শত দ্বার খোলা।
বিশ্বাস কর হে মোর ভাষে,
কেবল তোমার প্রেম-আশে,
অশ্রুধারে হতাশ-নিশ্বাসে
কাঁদে তব প্রাণের পুতুলী।
"কায়েস্!—মজ্নু!" ব'লে ধায়,
দিবানিশি ধূলায় লুটায়,
শূন্যপ্রাণে শূন্য পানে চায়,
বিরহেতে আকুলি বিকুলি।
সন্দেহে এসেছ তুমি, লয়লা-জীবন!
করুণায় এসে কর সন্দেহ ভঞ্জন।
এস এস, প্রিয়-সখা, দেখা দিয়ে দাও দেখা,
দুই প্রাণে এক তানে হউক মিলন ;
হতাশে আশার হোক্ আশার বন্ধন।

কায়েস্। হতাশে আশার না হবে সঞ্চার,
কিরূপে পশিব ভবনে, সই ?

মোতিয়া। আশা আছে যার, বাধা কিবা তার,
উঠে এস, এই দিলাম মই।

(মোতিয়া কর্তৃক বাতায়ন হইতে মই অবতারণ, তৎসাহায্যে
কায়েসের উপরে উত্থান ও গৃহমধ্যে প্রবেশ এবং
মোতিয়া কর্তৃক মই অপসারণ।)

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য।

আব্‌দুল্লার প্রবেশ।

আব্‌।
(গীত)

সারে জঙ্গল মে ঢুঁড়ত হুঁ রে।
ন মিলে পতা শাজাদেকো রে॥
ক্যা জানে কাঁহাঁ গ্যায়্‌ মেরে মিঞা,
কওন্‌ বতাওয়ে মুঝেকো রে॥
পেড় পর্‌ পঞ্ছী অব্‌ নিদ যাওয়ে,
বাজা ন বাজে, হাওয়া ন ধাওয়ে,
কিস্কো পুছোঁ ম্যাঞ, কওন্‌ বতাওয়ে,
জঙ্গল্‌মে আদ্‌মী নেহি একো রে॥

ইব্রিসামের প্রবেশ।

ইব্রি। কেঁও নেহি? ম্যাঁঞ হুঁ।

আব্‌। (স্বগত) ইয়ে ভেড়ুয়া ওহি না? মুন্না হারামজাদী বাঁদী ইসিকা ময়নাগিরি কর্‌ চুকি না? ভলা হুআ।

ইব্রি। আরে, ক্যা শোচ্‌ কর্‌তে হো? "জঙ্গলমে আদ্‌মী নেহি একো রে", ইয়ে দেখো, আদ্‌মী ম্যাঞ হুঁ রে।

আব্‌। গরীবপর্‌বর্‌, আপ্‌কা নাম?

ইব্রি। লয়লী কি খসম্‌—ইব্রিস্লাম্‌।

আব্‌। সাহব্‌! লিজিয়ে গুলাম্‌কা সলাম্‌।

ইব্রি। সলাম্‌, সলাম্‌।

আব্‌। (স্বগত) ইয়ে উল্লু ঠিক্‌ হ্যায়।

সহলায়কে ইস্কো বনাউঙ্গা গাধা,
কহুঙ্গা এহি মেরে শাজাদা।
পাঁওমে গির্কে রোয়েগি মুন্না হারামজাদী ;
দেখেঁ, গদ্ধীসে বন্ যায়গি গদ্ধেকা সাদি।

(প্রকাশে) আপ্ লয়লীকো ছোড়্ কর্ জঙ্গলমে কেঁউ ?

ইব্নি। উও ছোকৃড়ী বড়ী বেটিট্, উস্‌সে হম্‌সে আশ্নাইমে বন্‌তা নেহি, হম্‌কো ঘর্‌কা অন্দর ঘুস্‌নে দেতি নেহি। ইয়ে দেখো জী, মিহি দাঁত সে মেরে তিনঠো অংলী কাট্ লিয়া হ্যায়। ম্যাঞ উস্কো নেহি মাঙ্‌তা ; জেদ্দামে চলা যাউঙ্গা।

আব্। এয়সা ! তব্ জঙ্গলমে কেঁউ আপ্ ঘুস্ পড়ে ?

ইব্নি। দিল্ ঘব্‌ড়া গিয়া জী, জান্ জল্ গিয়া। তক্‌লিফ্ কে সবব্‌সে জঙ্গলমে রোনে আয়া হুঁ।

আব্। হুঁ ! অচ্ছা, অওর ঘব্‌ড়াইয়ে মৎ। দেখিয়ে মেরে কেরামৎ—হকিকৎ—খোস্‌খৎ—এনায়ৎ—আমানৎ—সেলামৎ—নিজামৎ—গজল্ গৎ—

ইব্নি। আরে, তেরে এৎনি নৎ মৎ গৎ কা মৎলব ন হোতা মালুম।

আব্। আপ্‌কা আশ্নাই কা ফতে কর্ দেউঙ্গা বেমালুম্। কাটুঙ্গা চসম্‌কা ময়লা, মিলাউঙ্গা খসম্‌কা লয়লা।

ইব্নি। (সবিস্ময়ে) হাঁ, এয়সা ! তেরা নাম ?

আব্। জঙ্গলী।

ইব্নি। এ জী জঙ্গলী ! মিলাও লয়লী, ইনাম্ মোহর-থইলী।

আব্। আইয়ে মেহেরবান্, মেরে সাথ,
এক্ করুঙ্গা দোনো হাত।

লেকেন্ এক বাৎ,—
আপ্‌কো এক চীজ্ বন্‌নে হোগা।

ইব্নি। ক্যা চীজ্ বতাও?

আব্। এক বড়ে উম্‌দে জান্‌ওয়ার।

ইব্নি। কোন্ জান্‌ওয়ার?

আব্। গদ্ধে।

ইব্নি। গদ্ধে! গদ্ধে কেঁও?

আব্। এ জী সাহব, আপ্ জান্‌তে নহি, লয়লী পরী থি, অব্ আদমী বনি হ্যায়। উন্‌হি কি সব বড়ে তাজব খেয়াল্। লয়লী বিবি শাজাদা কায়েস্‌কো হর্ রাত যাদুমে গদ্ধে বনায়কে পিয়ার্ করতি হ্যায়। আপ্ ভি গদ্ধে বন্ যাইয়ে। উও লয়লী সুরৎসে ভুল যায়গি। গদ্ধে বড়ে উম্‌দে জান্‌ওয়ার, বড়ে খুপ্-সুরৎ, বড়ে আকল্‌মন্দ, বড়ে—

ইব্নি। (বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া) আরে, চুপ্ রও। মেরা চেহারা ক্যা গদ্ধে সে কম্‌তি হ্যায়? ম্যাঞ তো বেমালুম গদ্ধে হুঁ।

আব্। হাঁ হাঁ, সাহব, উও বাৎ নেহায়েৎ ঠিক্। গদ্ধেকো দঙ্গলমে আপ্‌কো ছোড়্ দেনে সে ফের্ চুন্না বড়া মুস্কিল্ কি বাৎ।

ইব্নি। (সহাস্যে) কেঁও, ঠিক্ না?

আব্। খুব্ ঠিক্।

ইব্নি। তব্ চলো।

আব্। চলিয়ে। লেকেন এক বাৎ শুনিয়ে, দরকার হোয় তো ম্যাঞ গদ্ধেকো একঠো পোষাক দেউঙ্গা।

ইব্নি। দরকার নেহি হোয়গা। চলো ঝট্পট্।

[উভয়ের প্রস্থান।

মুন্নার প্রবেশ।

মুন্না। ঘূরে ঘূরে ঘুম পায়, ঘুমুই খানিক গাছতলায়।

(আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন)

কিয়ৎক্ষণ পরে ইব্নিসালামের পুনঃপ্রবেশ।

ইব্নি। আরে জঙ্গ্লী, কুছ্ নেহি হুআ ফায়দা।

আব। অব্ দেখিয়ে মেরে কায়দা। মন্তর মে লয়লা কো ইহাঁ উড়া কর্ লায়া হুঁ। উও দেখিয়ে, লয়লী বিবি ওড়না উঢ়ায়কে নিদ্ যাতি হ্যায়। মেরা যানেকা বাদ আপ্ উন্‌কো তোয়াজ কিজিয়ে, পকড়্ লিজিয়ে, জেদ্দামে ভেজিয়ে। ম্যাএঁ অব্ যাতা হুঁ।

ইব্নি। মোহর্‌কা থলিয়া লে, বড়া খোস্ কিয়া।

আব্। (মোহরের থলিয়া লইয়া) বন্দেগি, খোদাবন্দ !

ইব্নি। জেদ্দামে যাইও, তুম্‌কো ঢাল তলোবার দেউঙ্গা, জায়গীর দেউঙ্গা, শিরপেঁচ্ পগড়ী দেউঙ্গা, খেলাৎ দেউঙ্গা।

আব্। বেশক্ যাউঙ্গা। (স্বগত) অ্যায়সা উজ্বুক্ উল্লু কাঁহা নেহি।

[প্রস্থান।

ইব্নি। (গীত)

আরে মেরি জানি, তু বড়ী সিয়ানী, খাট পালঙ্ তেরি কাঁহাঁ রে।
পেড় কি নীচে, জড় কি পিছে, লট্পট্ খাতি ইহাঁ রে॥

উঠ্ বঠ্ ছোক্‌ড়ি, উঠ্ বঠ্,
জেদ্দামে চল্ ঝট্পট্,

ছট্‌ফট্‌ করো তো লট্‌খট্‌

করে গা অব্‌ তেরি মিঞা রে॥

মুন্না। (সবেগে উঠিয়া) তু কোন্‌ হ্যায় রে ?

ইব্নি। ম্যাঞ গদ্ধে।

মুন্না। ক্যা ? গদ্ধে ?

ইব্নি। হাঁ মেরিংজানী, ম্যাঞ গদ্ধা গদ্ধা গদ্ধা !

মুন্না। ঝুট্‌ বাৎ। তু সয়তান্‌। ভাগ্‌ ইহাঁসে। ম্যাঞ সয়তানী আদ্‌মীকো মু নেহি দেখুঙ্গি।

ইব্নি। হো হো ! মেরি পিয়ারী লয়লী ভাগ্‌ গেই রে ! ছু ছু, ম্যাঞ আদ্‌মী, গদ্ধে নেহি ? বড়ি তাজব কি বাৎ ! তব্‌ ক্যা হোগা ! আরে জঙ্গলী !—জঙ্গলী !—এ জী জঙ্গলী !

বেগে আব্‌দুল্লার পুনঃপ্রবেশ।

আব্‌। ক্যা হুআ, ওম্‌রা সাহব্‌ ?

ইব্নি। আরে, লয়লী মুঝ্‌কো আদ্‌মী বোল্‌ কর্‌ ভাগ্‌ গেই।

আব্‌। ম্যাঞ তো কহা থা, সাহব, গদ্ধেকা পোষাক জরুর চাহি। আপ্‌ তো গদ্ধেকা মাফক্‌ হ্যায়, লেকেন্‌ ঠিক্‌ গদ্ধে নেহি।

ইব্নি। কেঁও ?

আব্‌। আপ্‌কো হুম্‌ কঁহা ? বেগর্‌ হুম্‌ গদ্ধে কিস্‌ স্থরৎ সে বনিয়ে গা !

ইব্নি। হাঁ হাঁ, সচ্‌ বাৎ। লাও তব্‌ তেরে হুম্‌দার গদ্ধেকা পোষাক।

আব্‌। যো হুকুম্‌, ওম্‌রা সাহব্‌!

ইব্নি। আরে, শুনো তো ভলা, কেৎনা বড়া হুম্‌ ?

আবু। দো হাত—পূরা গজ।

ইব্নি। উস্‌মে নহি হোগা। পূরা পাঁচ গজভর্ দুম্ হোনা চাহি।

আবু। এৎনা বড়া দুম্‌মে ক্যা হোগা, সাহব?

ইব্নি। লয়লী ফের্ দুষ্‌মনি করে তো উও লম্বা দুম্‌সে উস্কো লট্‌কাউঙ্গা, জোর জবরদস্তি করে তো পট্‌কাউঙ্গা।

আবু। ঠিক্ ঠিক্। গদ্ধা ন হোনে সে এয়সা উম্‌দা আকল্ কিস্কো হোনে শকে।

ইব্নি। আরে, বেফায়দা কেঁওঁ দেরি করতে হো? লয়লী ভাগেগি তো আউর নেহি মিলেগি। তুরন্ত্ চলো, ঝট্‌পট্ চলো, জল্‌দি চলো।

আবু। কুছ্ পর্‌ওআ নেহি, সাহব! ম্যাঞ জরুর্ গদ্ধেকা সাথ্ গদ্ধী মিলা দেউঙ্গা। আইয়ে, চলিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লয়লার রঙ্গমহল।

বরবেশে কায়েস্ ও লয়লা চতুর্দ্দোলে উপবিষ্ট। মোতিয়া, আমিনা, সাকী, দেলজান্ প্রভৃতি সখীগণ দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

মোতিয়া প্রভৃতি সখীগণ। (সনৃত্য গীত)

মঞ্জু রজনি, আও সজনি, গাও মধুর মিলন-গান।
নিরখ নিরখ, প্রেম-পরখ, সখিসহ দুহুঁ একপ্রাণ॥
উজল চাঁদ কিরণরাশি,

ভারত কত হাসি হাসি ;
পিয়ত নিয়ত দুহুঁ পিয়াসী
রূপ-অমিয় খুলি নয়ান ॥
হৃদয়-যন্ত্র-তন্ত্র বাজে,
প্রেম-পুতুলি যুগল সাজে,
প্রেম দুহুঁকি প্রাণ-মাঝে
তুলত অতুল নব তুফান ;—
দুহুঁকো দুহুঁ বাঁধি বাহু,
করত কতহি প্রেমদান ॥

মুক্ততরবারিহস্তে বেগে ঘাতকের প্রবেশ।

(ঘাতকদর্শনে কায়েস্‌ ও লয়লার উত্থান এবং
সখীগণের সহিত চমকিত হওন)

লয়লা। কে তুই ভীষণ-মূর্ত্তি তীক্ষ্ণ অসি করে ?
ঘাতক। তোমার পিতার আজ্ঞা, বধিব তস্করে।
লয়লা। কোথায় তস্কর তুই দেখিলি হেথায় ?
ঘাতক। ওই ওই ; সর তুমি, বধিব উহায়।
লয়লা। স্থির হও, দূরে রও, ফেল তরবার।
তস্কর নহেন উনি, পতি যে আমার।
বিধবা করিতে মোরে, পাঠা'ল কি পিতা তোরে,
আমার পিতার প্রাণে হেন ক্ষুরধার !
ভাল, আমারে বধিয়া পাল আদেশ পিতার।
বধ বধ— (ঘাতকের সম্মুখে ভূতলে পতন)
কায়েস্‌। না ঘাতক ! না ঘাতক !

প্রফুল্ল নলিনী কভু বধ্য নহে তোর।
হান হান তীক্ষ্ণ অসি মস্তকেতে মোর।
লয়লা যদ্যপি মরে, প্রাণে না রাখিব তোরে,
তোরে মেরে মরিব আপনি।
আমারো কি অস্ত্র নাই, হের এই তরবারি,
শত্রুগণ-শিরে ইহা নির্ঘাত অশনি।

ঘাতক। (সরোষে) তবে রে তস্কর, আয় তোল্ তরবার ;
হয় আজ তোর, নয় আমার সংহার।
পালিব প্রভুর বাক্য, নাহি করি ভয়।
দু'জনের এক জন মরিবে নিশ্চয়।

কায়েস্। আয় তবে, মানব-রাক্ষস ! (উভয়ের অসিযুদ্ধ)

লয়লা। (সরোদনে) ঘাতক রে, ফেলে দে রে তীক্ষ্ণ তরবার !
হায় হায়, হইনু বিধবা !
রক্ষা কর, বিভু দয়াময় ! (মূর্চ্ছা)

কায়েস্। (সখীগণের প্রতি) রক্ষ সবে লয়লারে মোর—
সরায়ে লইয়ে যাও।
আয়, রে পিশাচ,
নিমেষে জীবন তোর মিশাই বাতাসে। (দ্বন্দযুদ্ধ)

ঘাতক। (মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া যন্ত্রণায়) ওহো, চোট্টাকা তলোয়ারকা চোট বড়া লাগা, জান্ নিকল্ যাতা রে বাপ্ !

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

লয়লা। (সচেতন হইয়া শশব্যস্তে) কই কই ? কোথা প্রাণেশ্বর ?

কায়েস্। এই যে কায়েস তব অক্ষত-শরীরে।

লয়লা। সে রাক্ষস কোথা গেল ?

কায়েস্। অস্ত্রে মোর মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া, গেছে পলাইয়া

বাঁচিবে না, বাঁচিবে না আর।

ওই দেখ রক্তরাশি তার কলঙ্কিত করেছে ভূতল।

লয়লা। (ভয়ে) সর্ব্বনাশ ঘটিবে এখনি,

পিতা মোর জ্বলন্ত আগুনি,

আহত ঘাতকে হেরি, নিদারুণ রোষে,

এখনি আসিবে ছুটি, তোমারে পাড়িবে কাটি,

সঙ্কটে পড়িলে তুমি আজি মোর দোষে।

কায়েস্। কায়েস্ না ডরে, প্রিয়ে, ত্যজিবারে প্রাণ।

কিন্তু, প্রিয়ে, তব তরে, প্রাণ যে কেমন করে,

পিতৃকরে আজি তব ঘোর অপমান।

লয়লা। তুমি স্বামী, পত্নী আমি, সতীত্বের বলে

পিতারে শান্তিব পড়ি তাঁর পদতলে।

তুমি এবে, প্রাণেশ্বর! পরিহরি বরবেশ,

দরবেস্-বেশ ধরি করহ প্রস্থান।

নিজ প্রাণ রাখি, রাখ অধীনীর প্রাণ।

কায়েস্। প্রিয়তমে!—

লয়লা। বিলম্ব ক'র না আর, মোর দিব্য, রাখ কথা,

যাও যাও, সখীগণ, গুপ্তদ্বার দিয়া।

প্রাণেশে পাঠায়ে দাও, যাও, স্বামী, যাও যাও,

নিশ্চয় সংবাদ পরে দিব পাঠাইয়া।

কায়েস্। প্রাণময়ি, দিব্য তব না পারি লঙ্ঘিতে।

তুচ্ছ প্রাণ লয়ে মোরে হইল যাইতে।

আসি তবে, প্রিয়তমে, দাও হে বিদায় ।
আবার হইবে দেখা ।

লয়লা । ভুল না আমায় ।

কায়েস্ । প্রেমময় জগদীশ ! আমরা তোমার ।
রক্ষা কর লয়লারে, মিনতি আমার ।
প্রাণ রাখি এইখানে, চলিলাম শূন্যপ্রাণে,
প্রাণ রেখো, মহাপ্রাণ, এই অবলার ।

[লয়লা ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

লয়লা । হায় হায়, এ কি মোর ভাগ্য-বিড়ম্বনা !
সরল প্রণয়ে ঘোর গরল গঞ্জনা !
কেন সদা হেন হয়, কেন প্রেম-পরাজয়,
কেন নিদারুণ ভয়, অসহ্য যন্ত্রণা !

মুক্ততরবারিহস্তে বেগে কাসেমের প্রবেশ ।

কাসেম্ । কই সেই চোর দুরাচার,
মূর্তিমান্ কলঙ্ক আমার ?
দুরাত্মার নাহি প্রাণে ত্রাস,
ঘাতকেরে করেছে বিনাশ !
প্রতিশোধ এখনি লইব,
অনন্ত নরকে পাঠাইব ।
এ কে ? এ কে ? হা পিশাচি ! ধিক্ কলঙ্কিনি !
তো হ'তেই কোটিপ্রাণ চেয়ে মূল্যবান্ মান গেল মোর ।
গৃহে আসে চোর, ছি ছি, গোপনে গোপনে
তার সনে প্রেমালাপ করিস্ পিশাচি !

কূলে কালি দিলি, কলঙ্ক রটালি,
ঘটালি দারুণ জ্বালা!
বাপ মায়ে নাহি ডর?
বিবাহ দিলাম তোর ইব্‌নুস্লাম্‌ সনে,
তাহারেও না করিস্‌ ভয়?
পতিরে না ভালবেসে,
ছিছি, দুষ্টে, উপপতি প্রতি তোর পাপের প্রণয়!
আজ তোরে বধিব জীবনে,
অগ্রে বধি উপপতি তোর।
দেখি, কোথায় লুকালি তারে, কুলটা পিশাচি!

(গমনোদ্যোগ)

লয়লা। (কাসেমের পদমূলে পতিত হইয়া সরোদনে)
পিতা! পিতা! বধ মোরে তীক্ষ্ণ তরবারে।
তাহে নাহি কষ্ট তত কন্যার তোমার,
যত কষ্ট বাক্যধারে তব।
শাজাদা কায়েস্‌ উপপতি মোর,
আমি তাঁর উপপত্নী—কুলটা—পিশাচী—
পিতৃমাতৃকুলকলঙ্কিনী!
পিতা তুমি, গুরু তুমি, তোমারে কি ক'ব আমি,
এই মাত্র বলি ছুঁয়ে চরণ তোমার,—
যারে উপপতি বল, পতি সে আমার।
কুলটা হইনু যদি পতিরে সেবিয়ে,
কাজ নাই ছার প্রাণে, এখনি সংহার কর,
শান্তি পাও, শান্তি পাই জীবন ত্যজিয়ে।

কাসেম্। আরে রে পিশাচি !—

লয়লা। পিতা, কেন আর ক্রোধভরে কষ্ট পাও প্রাণে ?

বিলম্ব করিবে যত, যন্ত্রণা পাইবে তত,

আমিও যন্ত্রণা পাব কুবাক্য শ্রবণে।

মহাবলে হান অসি, শান্তির জগতে পশি,

অন্তিম বিদায়, পিতা, তোমার চরণে।

কাসেম্। না না, বধিব না তোরে, পাপিয়সি !

যে মোরে অশান্তি দেছে, তার কোথা শান্তি আছে,

কলঙ্কিনী তরে নহে নিষ্কলঙ্ক অসি।

এই সুখগৃহ তোর হবে কারাগার,

চৌদিকে প্রহরী রবে ধরি তরবার।

ইব্‌ন্‌সালাম জামাতা আমার,

তোর কাছে রবে অনিবার,

সেই তোর প্রিয় পতি, তার প্রতি ভক্তিমতী

হ রে নিশাচরি !

নতুবা অশান্তি তোর দিবসশর্ব্বরী।

দেখি দেখি, কোথা সেই পাষণ্ড তস্কর

নারকী কায়েস্, তার প্রাণে নাহি ডর ?

[বেগে প্রস্থান।

লয়লা। (গীত)

আর কেন, ওরে প্রাণ, আছিস্ দেহ-কারাগারে।

আমায় নিয়ে পালিয়ে যা রে আঁধারে আঁধারে ॥

পতি হ'ল উপপতি, সতী হ'ল রে অসতী,

(আমার) পিতার বিচারে ;—

বব না আর এ দেহভার, ম'র্‌বো ডুবে পারাবারে ॥
(আমি) পতি-প্রেমে পাগলিনী,
আমায় বলে কলঙ্কিনী,
এ দারুণ মর্ম্মব্যথা আর সহে না রে ;—
নিষ্কলঙ্কে থাক পিতা, ভোলো তনয়ারে ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

দরবেস্‌বেশে কায়েস্।

কায়েস্। কেবা দেবে সমাচার, না জানি সে অবলার
কি দশা ঘটিল।
হয় তো আমার তরে, নির্দ্দয় পিতার করে
জীবন টুটিল।
যত ভাবি তত ডুবি দুশ্চিন্তার পারাবারে,
আকুল জীবন।
কিবা করি, কোথা যাই, আর যে উপায় নাই,
এ কি বিড়ম্বন।
(অত্যন্ত অস্থিরভাবে) লয়লা ! লয়লা !
কেন ভালবেসেছিলে, তাই এত দুঃখ পেলে ;
উঃ না জানি কি দশা হ'ল তার !

যাই যাই দেখে আসি আর একবার।

যদ্যপি বিপদে পড়ে, বাধার বন্ধন ছিঁড়ে,

প্রাণ দিয়ে প্রাণ তার করিব উদ্ধার।

বৃথা নাহি ধরি করে এই তরবার।

(তরবারিনিষ্কাসন)

গাহিতে গাহিতে মোতিয়ার প্রবেশ।

মোতিয়া। (গীত)

এসেছি ব্যথা নিয়ে, যাব হে ব্যথা দিয়ে,

আকুল প্রাণ মনে, অকূলে ভেসেছি হে।

সখীরে হারাইয়ে, সুখেরে ডুবাইয়ে,

শোকেরে বুকে ব'য়ে, ধাইয়ে এসেছি হে॥

কাঁদায়ে আমাসবে, কোথা সে গেল,

আর কি পাব তারে, হায় কি হ'ল ;—

আঁধার ক'রে পুর, গেল সে কত দূর,

অমৃত হারাইয়ে গরলে ডুবেছি হে॥

কায়েস্। (ব্যাকুলভাবে) মোতিয়া, মোতিয়া!

আমার প্রাণের প্রাণ লয়লা আমার

নাহি কি হে আর!

বল ত্বরা, কার দোষে, কার অবিচার রোষে,

অকালে সে ত্যজিল সংসার ?

প্রেমের ভিখারী বই, দরিদ্র ফকির নই,

রাজার কুমার আমি, ঐশ্বর্য্য অপার ;

আরবের যুবরাজ, পরেছি ভিখারী সাজ,

শুধু প্রেমে তার ;

সেই মহাপ্রেমে নাম মজ্‌নু আমার।

(আজ্‌) হারাইনু লয়লারে, আর ভয় করি কারে,

এই ধরিয়াছি করে তীক্ষ্ণ তরবার;

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, সখি, বড়ই দুর্ব্বার।

শুধু লয়লার তরে, ছিলাম জীবন ধ'রে,

সামান্য ফকির সাজে লুকায়ে আকার;

ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে তারে, বেঁধেছি বিবাহ-ডোরে,

সে ডুরি ছিঁড়িল আজি যেই দুরাচার,

হোক্‌ সে প্রিয়ার পিতা, করিব সংহার।

মোতিয়া। প্রিয় সখে, রোষ ছাড়, এই লও লিপি পড়,

এ লিপি লিখিয়ে সখী হ'ল নিরুদ্দেশ।

খুজিতে খুজিতে তারে, এ লিপি শয়ন-ঘরে

পেয়েছি, এনেছি করি তোমার উদ্দেশ।

(লিপিপ্রদান)

কায়েস্‌। (লিপিপাঠান্তে অত্যন্ত বিষাদে)

প্রেমময়ী সতী পত্নী লয়লা আমার

নিদারুণ কলঙ্কের ডরে,

যন্ত্রণায় পেতে ত্রাণ, ত্যজিতে গিয়েছে প্রাণ,

সুগভীর ভীষণ সাগরে!

এই অরণ্যের পাশে গভীর সাগর,

চল চল ছুটে চল, আকুল অন্তর।

আর সব সখী কোথা?

মোতিয়া। খুজে খুজে হেথা সেথা,

আসিছে এখানে সবে ভাসি অশ্রুনীরে।

কায়েস্। তবে তুমি হেথা রও, তা সবারে সঙ্গে লও,
অগ্রে আমি ধেয়ে যাই সমুদ্রের তীরে।
[তরবারিহস্তে বেগে প্রস্থান।

আলোকহস্তে গাহিতে গাহিতে আমিনা প্রভৃতি সখীগণের প্রবেশ।

আমিনা প্রভৃতি সখীগণ। (গীত)
আঁধারে আঁধারে, এ ধারে ও ধারে, ভাসি আঁখি-ধারে খুঁজি সবাই।
হায় হায় বিধি, কোথা হারানিধি, কি হবে কি হবে, কোথায় পাই॥
আকুল হয়েছি, সখি রে,
রোদনের সুরে ডাকি রে,
ব'লে দে লতিকে, শাখী রে,
ব'লে দে পাখী রে কোথায় যাই ;—
বল্ রে কানন, কোথা সে রতন, বুকে তুলে তারে নিয়ে পালাই॥
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

আব্‌দুল্লা ও মুন্না।

মুন্না। আবার কিরে? সত্যি সত্যি লয়লী ছুঁড়ী শাহজাদা কায়েস্‌কে গাধা বানিয়েচে?

আব্। ঝুট্ বাৎকে মুনে ঝাড়ু ঝাড়ো।

মুন্না। ও মা, যাব কোথা! বড় তাজ্জবের কথা!
লয়লী ছুঁড়ী এমন যাদু জানে,
তাই শাজাদা প'ড়েচে ওর টেঁচ্‌কা টানে!
আচ্ছা, আব্‌দুল, একটা কথা সুধি,
লয়লী আমায় তো ক'র্‌বে না খোঁচাখুঁচ?

আমি নেহাৎ গরীব বাঁদী,
আমায় বানাবে না তো গাধার গাধী?

আব্। আরে বিবি, তু ডর্‌তি কেঁও? লয়লী পরীকি যাদু আউরৎ পর্ চল্‌তী নেহি। আউর ফকৎ উও শাজাদেকো চহ্‌তি হ্যায়। তুম্‌কো তো ম্যাঞ পহ্‌লে কহ্ চুকা, ম্যাঞ ভি ফকিরসে যাদু শিখা। অগর তুম্‌সে লয়লী কিয়ে দুষ্‌মনি, মেরে যাদু সে টুটেগা উস্নী কি সয়তানি। অব্ তু তেরি দিল্‌কো ঘব্‌ড়া মৎ। গদ্ধে বনে হুয়ে শাজাদেকো পর্ কর্ মহব্বৎ। তেরি ভি নাফা, মেরি ভি নাফা। ইয়ে হ্যায় মেরে বাৎ সাফা।

মুন্না। তবে আর শুভ কর্ম্মে কেন দেরি?

আব্। আরে, দেরি তো তেরি। তু জেরা ইহাঁ গম্ খা যা, ম্যাঞ গদ্ধেকো লে আতা হুঁ।

[প্রস্থান।

মুন্না। লোকে কথায় ব'লে—
থাক্‌লে কপালে, আব্বখ্‌শি ফ'লে,
আমায় কামুকা ব'লে ঠেলে ফেলে,
লয়লীর প্রেমে ম'জেছিলে।
এইবার এস, যাদু!
দেখি, তুমি কার বঁধু।

গর্দ্দভবেশধারী ইব্‌সাম্‌কে লইয়া আব্‌দুল্লার পুনঃপ্রবেশ।

আব্। আইয়ে গরীবপর্‌বর! তস্‌রিফ্ লে যাইয়ে। এহি আপ্‌কো দেওয়ানখানা হ্যায়। এহি মছ্‌লন্দ্ পর্ আরাম কিজিয়ে। অভি হুকা আ যাগা, পানদান্ আ যাগা, লয়লী বিবি অভি আয়েগি। (জনান্তিকে মুন্নার প্রতি) মুন্না বিবি, এই অচ্ছা বক্ত্, অভি আয়কে উন্‌কো জেরা পিয়ার করো, মেরা বাৎ ইয়াদ্ রক্‌খো, শাজাদা ন বোলো, গদ্ধা কহ্ কর্ পিয়ার করো, দেখো মেরা বাৎ সচ্চা ইয়া ঝুটা। অভি নাহি

ছুট্ যায়গা, গদ্ধেকা মুরৎ বদল্‌কে শাজাদেকা সুরৎ আ যায় গা।

মুন্না। (স্বগত) প্রেমের তরে আদর কোরে গাধার খুরে ধরি।

পশুর কায়া, পরীর মায়া ভাঙ্‌তে যদি পারি॥

(গীত)

তোমাকে প্রেম-গোয়ালে রাজার হালে রেখে দেবো।

কোরে যতন, নিত্যি নূতন কচি কচি ঘাস খাওয়াবো॥

চার্‌টি খুরে ধোরে সাধি,

কর, নাগর, আমায় সাদি,

আমি তোমার প্রেমের বাঁদী,

ঠাণ্ডা জলে গা ধোয়াবো॥

আব্। দেখিয়ে, জানাব! ক্যায়সী খুপ্‌সুরতী বিবি আই হ্যায়। জেরা পিয়ার কিজিয়ে, অপ্‌নে হোঁস্‌মে আইয়ে।

ইব্নি। (সানন্দে) বাহবা! আও মেরি জান্। (হস্তোত্তোলন করিয়া নৃত্য)

মুন্না। (ভয়ে) ও বাবা! এততেও যে যাদু টোটে না।

আব্। ডরো মৎ, ভড়্‌কো মৎ।

পক্‌ড়ো, বিবি, পক্‌ড়ো কান্।

খিঁচো জোর্ সে, মারো টান।

যাদু টুটে গা, খসম্ মিলে গা।

মুন্না। (কান ধরিয়া গাধার মুখোস্ খুলিয়া ফেলিয়া অত্যন্ত ঘৃণায়) মেগে! এটা সেই মুখপোড়া ইব্নে মড়া! ওয়াক্—থু!

[বেগে প্রস্থান।

ইব্নি। (অস্থিরচিত্তে) পক্‌ড়ো, পক্‌ড়ো, জঙ্গলী, মিলাও লয়লী, পক্‌ড়ো পক্‌ড়ো।

[বেগে প্রস্থান।

আব্। দুষ্‌মন্ কা শাজা, দিল্লগী কা খতম্।

অব্ হো যায় গা শাজাদা লয়লী কি খসম্॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সমুদ্র-তট।

লতাপুষ্পে সজ্জিত হইয়া পাগলিনীবেশে

লয়লার প্রবেশ।

লয়লা। (সহাস্তে) হাঃ হাঃ! এই তো আমার বেশ! এই তো আমার দেশ! এই তো আমার ঘর! মস্ত ঘর, জলের ঘর! যেমন জ্ব'লে ম'র্‌চি, তেম্নি ঠাণ্ডা হব! (সরোদনে) আমার মজ্‌নু কই? আমার কায়েস্ কই? আমার স্বামী কই?—বনে। আর আমি?—এখানে। দূরে দু'জনে! তাই তো, কি হবে? (অন্তভাবে) কেন? তার জন্যে কান্না কেন? দূরেই তো পতির সঙ্গে সতীর অটুট প্রেম হয়। এই দেখ না, কুমুদিনী জলে, চাঁদ ঐ অনেক দূর আকাশে, কিন্তু দুজনে কেমন প্রেম—কেমন ভালবাসা—কেমন কি এক আশা-পিয়াসা! (সরোদনে) বাবা, মা আমায় কলঙ্কিনী ব'লেচে—কুলটা ব'লেচে, (অন্তভাবে) বেশ্ ক'রেচে, আমি তো মজ্‌নুর প্রেমে কলঙ্কিনী! চাঁদের কলঙ্ক আর আমার কলঙ্ক এক জিনিষ! তাই চাঁদের অত আদর, আমারও এত আদর! আমার চাঁদ আমায় কত যে আদর করে, কত যে ভালবাসে, কত যে সুখের স্বপ্ন দেখায়, তেমন কার কপালে ঘটে? (সহাস্তে) ঐ আমার চাঁদ! ঐ আমার মজ্‌নু! (উচ্চহাস্তে) হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ, এস প্রাণেশ্বর! এস প্রাণের ভালবাসা! এস স্বর্গের প্রেম! এস অপরূপ রূপ! এস লয়লার কলঙ্ক! তোমা হেন কলঙ্ক বুকে ধ'রে আমি কলঙ্কিনী! জন্ম জন্ম যেন এম্নি কলঙ্কিনী হই।

(করতালিযোগে নাচিতে নাচিতে গীত)

ওগো কে দেখ্‌বি আয়, প্রেমের কলঙ্কিনী।
আয় ছুটে আয়, খানিক পরে আর যে পাবি নি ॥
কলঙ্ক-পসরা শিরে, নেচে বেড়াই সাগর-তীরে,
'চাই কলঙ্ক'—কে নিবি আয়, কর্‌বো বিকিকিনি ॥

(সহাস্যে) কই, কেউ যে এলো না। ও, আমার কলঙ্ক কেউ চায় না! পৃথিবীর মানুষ স্বর্গের কলঙ্ক ছুঁতে সাহস পাবে কেন? যা যা, দেবো না; কেন দেবো? কত কষ্ট পেয়ে, কত জ্বালা স'য়ে, কত কেঁদে, কত যত্নে প্রাণ দিয়ে, তবে এই স্বর্গের কলঙ্ক পেয়েচি; পোড়া পৃথিবীর মানুষকে কেন দেবো? আর দেরি ক'র্‌বো না, রাত পুইয়ে যায়, স্বর্গের কলঙ্ক নে স্বর্গে যাই। বাঃ বাঃ, স্বর্গের সিঁড়ি কত উঁচু দেখেচো। এ সিঁড়ি যে না ভাঙ্‌তে পারে, সে কি স্বর্গে যেতে পারে? পৃথিবীর মানুষ! এ সিঁড়ি তোদের নয় রে, তোদের নয়, এ আমার। অমৃতপান না কোল্লে এ সিঁড়ি ভাঙা যায় না। অমৃত পান করি। (বস্ত্রমধ্য হইতে লুক্কায়িত বিষগ্রহণ করিয়া পানকরণ ও ক্রমে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতন)

নেপথ্যে কায়েস্। (শশব্যস্তে উচ্চৈঃস্বরে) লয়লা! লয়লা! প্রিয়তমে! দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি এসেচি, দাঁড়াও।

লয়লা। কি গেরো, স্বর্গেও যেতে দেয় না। আহা, স্বর্গ কি বিশালরাজ্য!—নীলবর্ণ! ঐ পরীরা গান গেয়ে গেয়ে নাচ্‌চে। যাই আমিও নাচিগে।

বেগে কায়েসের প্রবেশ।

কায়েস্। আমি এসেচি, চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, আমি তোমার কায়েস্।

লয়লা। এখানে না, এখানে না; ঐ খানে, ঐ খানে—দু'জনে। ঐ পরীরা নাচ্‌চে। চল—যাই—যাই—যা—(মৃত্যু)

কায়েস্। (অত্যন্ত শোকে সরোদনে) লয়লা! লয়লা! সব নীরব! ফুরিয়ে গেল!—এখানকার খেলা ফুরিয়ে গেল! আগে গেলে—গেলে—গেলে!

(গীত)

হ'ল না হ'ল না এখানে মিলন।
পেলিনি পেলিনি, প্রাণ, প্রাণেরি রতন॥
যার কান্না কোলে করি, ঢালিতেছি আঁখিবারি,
চ'লে যায় সে আমারি, চির-নিকেতন॥
আমার মোহিনী বালা, ছড়ায়ে বিমল আলা,
যেতে যেতে শূন্যপথে, করে আবাহন;—
ধীরে যাও—ধীরে যাও—যাবে প্রিয়জন॥

ওই লয়লা যাচ্চে। আমি কি কোলে ক'রে কাঁদ্‌চি? আর না, আর না, আমায় ডেকে গেচে, একা যেতে পার্‌বে না, ধীরে যাও, ধীরে যাও, এই আমি যাই। (বক্ষে ছোরাঘাত ও মৃত্যু)

আলোকহস্তে বেগে মোতিয়ার প্রবেশ।

মোতিয়া। সখা! সখা! সখি! সখি! এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! যা ভয় করেছিলেম তাই! এই জন্যে যে এক দণ্ডও তোমায় কোথায় যেতে দিতেম না। পালিয়ে গেলে, দুজনেই আমাদের ফেলে পালিয়ে গেলে! নির্ম্মল প্রেমের খেলা এ জগতে কুলুলো না! প্রেমের মুকুল ফুটলো না, শুকিয়ে গেল! বাদশা, দেখে যাও, পাগল ফকির আর তোমার সিংহাসন কলুষিত

কর্‌বে না। কাসেম সদাগর, তুমিও নিশ্চিন্ত হলে, আজ তোমার কলঙ্ক ঘুচে গেল। আয় আয়, সখিগণ! ফুল-শয্যা নয়, ফুল-শয্যা নয়,—লয়লা-মজ্‌নুর কবর-শয্যা কর্‌বি আয়।

[সরোদনে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমুদ্রপার্শ্বস্থ অরণ্য।

সরোদনে মোতিয়ার প্রবেশ।

মোতিয়া। (গীত)

ফিরে যেন কেউ কখনো করে না প্রেম ক্ষিতিতলে।
প্রাণের মিলে দেয় গো দাগা ধরাভরা ছলে খলে॥
দুটি কমল আমোদভরে,
ফুট্‌তেছিল সোহাগ-সরে,
মুকুলে শুকায়ে গেল বিরহের হলাহলে॥

দৈববাণী। না কর না কর, বালা, না কর রোদন।
পরী-বাসে সুখে ভাসে প্রেমিক দু'জন॥
শাপ-জ্বালা নর-লীলা হলো অবসান।
লয়লা-মজ্‌নু এবে পুলকিত-প্রাণ॥

[মোতিয়ার প্রস্থান।

পরিশিষ্ট।

অতিরিক্ত দৃশ্য

পরীস্থান—পরী-মন্দির।

লয়লা, মজ্‌নু ও হুরী বা পরীগণ।

হুরীগণ। (গীত)

মুকুলিত প্রেম-কলি ফুটিল লো।
জুড়াইল আকুলিত প্রাণ দুটি গো॥
দুখাগার দেহভার করি বিসর্জ্জন,
আলোক শরীরে ধরি নবীন জীবন;—
অপ্সরা আবাসে প্রেম লুটিল লো॥
কাল-আঁখি শশিমুখী চল হুরীদলে,
প্রেম-ফুল-মালা দিই গলাগলি গলে,—
প্রেমিক-পিয়াসা আজি মিটিল লো।

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।